আহমদীয়ত বিশ্বকে কি দিয়েছে?

মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ
ইমাম ফযল মসজিদ, লন্ডন

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আহমদীয়ত বিশ্বকে কি দিয়েছে?

মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ
ইমাম ফযল মসজিদ, লন্ডন

ভাষান্তর ঃ আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

প্রকাশনায় ঃ
মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকসী বাজার রোড, ঢাকা- ১২১১

পুস্তিকাকারে প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
শ্রাবণ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
জমাদিউস সানী ১৪২৭ হিজরী
জুলাই ২০০৬ খৃষ্টাব্দ

২০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ্। **'আহমদীয়ত বিশ্বকে কি দিয়েছে?'** শীর্ষক পুস্তিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হ'ল। উল্লেখ্য ২০০৩ সালে যুক্তরাজ্যের ৩৭তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় লন্ডনস্থ ফযল মসজিদের ইমাম মোহতরম মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব **'আহমদীয়াত নে দুনিয়া কো কিয়া দিয়া'** বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন যা উর্দূ ভাষায় দৈনিক আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ২৮-১১-২০০৩ এবং ১২-১২-২০০৩ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব এর বাংলা অনুবাদ করেন যা ধারাবাহিকভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক 'আহমদী'-তে প্রকাশিত হয়।

পুস্তিকাটির অনুবাদক আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব সহ প্রকাশনার সাথে যারা যেভাবে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্তাআলা তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আশা করি পুস্তিকাটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠককে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে আরো স্বচ্ছ ধারণা দিতে সহায়ক হবে।

ঢাকা
২৩ জুলাই, ২০০৬ইং

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সূচী পত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	আহমদীয়ত কি?	৫
২।	জীবিত খোদা দান করেছে	৮
৩।	প্রকৃত ইসলাম	১২
৪।	পবিত্র পরিবর্তন	১৪
৫।	'খিলাফতে আহমদীয়া' পুরস্কার	১৭
৬।	জামাতের সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা	১৯
৭।	মতভেদপূর্ণ মসলাগুলোর সঠিক মীমাংসা	২০
৮।	হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু	২১
৯।	খতমে নবুওয়তের প্রকৃত তাৎপর্য	২২
১০।	কুরআন মাজীদের উচ্চ মর্যাদা	২৩
১১।	রূহানী খাযায়েন (আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার)	২৬
১২।	সেবার ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক কর্মকান্ড	২৮
১৩।	নিঃস্বার্থ জনসেবা	২৯
১৪।	এম টি এ (ইন্টারন্যাশনাল)	৩১
১৫।	আর্থিক কুরবানী	৩৩
১৬।	সন্তানসন্ততির কুরবানী	৩৬
১৭।	কুরবানীর ব্যাপক ক্ষেত্র	৩৭
১৮।	ইসলামের তবলীগের উদ্দীপনা ও কুরবানী	৪০
১৯।	দোয়ার গ্রহণীয়তার তত্ত্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা	৪৩
২০।	শেষ কথা	৪৭

আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে?

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ তিনিই নিজ রসূলকে হেদায়াত ও সত্যধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর বিজয়ী করে দেন। আর মুশরিকরা যতই অপসন্দ করুক না কেন (সূরা সাফ্ফ : ১০)।

এ বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে অ-আহমদী বন্ধুদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্নের আকারে উঠানো হয়ে থাকে। এ প্রশ্নে বিস্ময়, অনুসন্ধানের বিষয় এবং জিজ্ঞাস্য লুপ্ত অভিযোগ রয়েছে। মুসলমান তো সাধারণভাবে এ দিক থেকে এই প্রশ্ন উল্লেখ করেন, আমাদের ধর্ম ইসলাম তো সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। এ পরিপূর্ণ ধর্মের পরে আহমদীয়ত আমাদের কিভাবে আরও কিছু দিতে পারে? এটা যদি বলা হয়, আহমদীয়ত বিশ্বকে নতুন কিছু দেয় নি, কেবল ইসলামের বাণীই দিয়েছে তাহলে পরে তাদের উত্তর এই, আমাদের জন্যে ইসলামই যথেষ্ট। আমাদের আহমদীয়তের প্রয়োজন নেই। আর অমুসলিম বন্ধুরা এটা জানতে চান, পরিশেষে ইসলাম ও আহমদীয়তের সাথে পার্থক্য কী আর ইসলাম থেকে সরে গিয়ে আহমদীয়ত নতুন কী উপস্থাপন করেছে যার ওপর আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে? এ দ্বিমুখী প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিতে আশা রাখি। সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এটাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবো। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকেই সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে।

আহমদীয়ত কী?

ইসলামের নবজীবন ও বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন হলো আহমদীয়ত। আল্লাহ্‌তাআলার সম্মতি ও তাঁর সমর্থনে এটা প্রবর্তন করা হয়েছে। আহমদীয়ত সেই চারাগাছ যা প্রকৃত মালিক নিজ হাতে রোপণ করেছেন। তিনি স্বয়ং এতে পানি সিঞ্চন করেন ও সুরক্ষা করেন। সেই চিরস্থায়ী

ও সর্বশক্তিমান খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত এ ঐশী আন্দোলন বিশ্বে বিস্তৃত হবে, উন্নতি করবে পরিশেষে গোটা বিশ্বকে নিজের মাঝে আত্মস্থ করে নিবে।

আহমদীয়ত সেই সুসংবাদের আন্তর্জাতিক আন্দোলন। আল্লাহ্তাআলার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হওয়ার সময় এখন কাছে এসে গেছে। আল্লাহ্তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরীনদের সময়কালে আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ আরাবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের অধম গোলাম ও রসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের সবচেয়ে বড় প্রেমিক ও আত্মোৎসর্গকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালামকে মসীহে মাওউদ ও ইমাম মাহদীর পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল ইমলামের পুনর্জীবন, ইসলামের প্রচার এবং ইসলামের বিশ্ববিজয়।

ইসলামের শিক্ষার ভিত্তি হলো আল্লাহ্তাআলার কথা ও অকাট্য বাণী কুরআন মাজীদের ওপর।

এটি সব দিক থেকে পরিপূর্ণ ও কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত। এতে পরিবর্তন, সংশোধন বা সংযোজনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। কোন নতুন ধর্ম আসতে পারে না। আর কোন নতুন শরীয়তও প্রবর্তিত হতে পারে না। খোদার রসূল (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন: আখেরীনদের যুগে মুসলমান ইসলামকে বিকৃত করে দিবে এবং নিজেদের মনগড়া ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপকে ইসলামের নামে চালাতে থাকবে। ভবিষ্যদ্বাণীতে এ-ও উল্লেখ ছিলো, এমন অবস্থা যখন হয়ে যাবে তখন রহীম ও রহমান খোদা নিজ প্রিয়বান্দা (সঃ)-এর নামে পতাকাবাহী এ শ্রেষ্ঠ উম্মতকে বন্ধুহীন ও নিঃসহায় ছেড়ে দিবেন না। বরং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও পথপ্রদর্শনের জন্যে ইমাম মাহদী (আঃ)-কে আবির্ভূত করবেন। 'তিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত ও শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করবেন' -এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামকে সঞ্জীবিত করবেন ও ইসলামী শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি তাঁর মহান সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে সেই নামের মুসলমানকে কাজের মুসলমান বানিয়ে দেবেন। আর এ আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও প্রকৃত ইসলামের আন্তর্জাতিক প্রচারের মাধ্যমে পরিশেষে ইসলাম সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে।

আহমদীয়ত এ সত্যতার ঘোষণা দেয়, আল্লাহ্তাআলার এসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে গেছে। আর যাঁর আসার প্রতিশ্রুতি ছিলো তিনি এসে গেছেন। তিনি এসেছেন এবং বড়ই মাহাত্ম্য ও প্রতাপের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সব কিছু করে দেখিয়েছেন। আহমদীয়ত বিশ্বকে ইসলাম থেকে সরে গিয়ে কিছু দেয় নি। আর

কিছু দেয়ারও ছিলো না। কেননা, ইসলাম সব দিক থেকে পরিপূর্ণ ধর্ম। অবশ্য আহমদীয়ত বিশ্বকে প্রকৃত ইসলাম দিয়েছে, জীবিত খোদা দিয়েছে, জীবিত রসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং জীবিত বিশ্বাস দান করেছে। আহমদীয়ত বিশ্বকে সময়ের দাবী অনুযায়ী সব কিছুই দিয়েছে। আহমদীয়ত ধর্মবিশ্বাস ও আমলের সংশোধনও করেছে। আহমদীয়ত বিশ্বকে প্রকৃত ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আহমদীয়ত বিশ্বকে সঠিক ইসলামী শিক্ষার তত্ত্বজ্ঞান দান করেছে। অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়ের ভিত্তি রচনা করেছে। ইসলামী জীবনের জীবিত ও উজ্জ্বল কর্মের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। আহমদীয়ত প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নিজের মান্যকারীদের মাঝে এক পবিত্র আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছে। মোটকথা এসব সুস্পষ্ট কর্মকান্ড কার্যকরী করার পর যুগের ইমাম পূর্ণ সফলতার সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আজ তাঁর জামাত বিশ্বের সংশোধন, মানবতার সেবা এবং ইসলাম প্রচারের সঠিক আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে সারা বিশ্বে এই একনিষ্ঠ সংকল্প নিয়ে কর্মতৎপরঃ

"মাহমুদ! সত্যকে মোরা প্রকাশিত করে ছাড়বো।
বিশ্বকে যদিওবা নাড়াতে হয় মোদের।

আহমদীয়ত সদা বসন্ত বিরাজিত এক বৃক্ষ। এটা সেই বৃক্ষ যা প্রকৃত মালিক নিজ হাতে রোপণ করেছেন। এর ফলফলাদি সুমিষ্ট ও বিশ্বজনীন। সাধারণত একগাছে একই রকম ফল ধরে থাকে। কিন্তু এটা এমন এক আজব বৃক্ষ যাতে সব রকমের তাজা তাজা ফল ধরে আর ফল ধরার কোন নির্দিষ্ট ঋতু নেই। সদা এর শাখাগুলো সুমিষ্ট ফলফলাদিতে ভরপুর থাকে। এটা ইসলামের নবজীবনদানকারী বৃক্ষ। এটা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত দাস ও আমাদের উচ্চপদস্থ ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) -এর বৃক্ষ ও সত্তার বিকাশ। এটা পবিত্র বৃক্ষ। এর কল্যাণ বিতরণী আঁচল সময় ও স্থানের সীমা ছাড়িয়ে অনেক উচ্চে। এটি একটি জীবিত বৃক্ষ। এর ওপর কখনও হেমন্ত অর্থাৎ খরা আসে না। এ গাছ দুর্ঘটনার ঝঞ্ঝা-বাত্যায় আরও প্রবল বেগে বাড়ে, ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। যে একে কাটতে চায় সে স্বয়ং কাটা পড়ে। যে এর ক্ষতি করার ইচ্ছা করে সে স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিফল ও অকৃতকার্য হয়ে যায়। এটা সেই পবিত্র বৃক্ষ যার মালী স্বয়ং খোদা। এর সুরক্ষা ও উন্নতির দায়িত্ব সেই সর্বশক্তিমান ও শক্তিশালী সত্তার যিনি সারা বিশ্বের মালিক।

যেভাবে মাটির কণা ও আকাশের তারকা গণনা করা যায় না সেভাবেই আহমদীয়ত বৃক্ষের সুমিষ্ট ফলফলাদি গুণে শেষ করা যায় না। আহমদীয়তের পক্ষে প্রকাশিত মহাকাশীয় ও পার্থিব নিদর্শনাবলীর গণনাও সম্ভব নয়। তেমনিভাবে আহমদীয়ত সারা বিশ্বেকে যে কল্যাণরাজি দান করেছে, যেসব অনুগ্রহ ও পুরস্কার দুনিয়াবাসীকে দিয়েছে এবং এ পবিত্র বৃক্ষে যে সুমিষ্ট ফল-ফলাদি ধরেছে এবং ধরতে থাকবে এসবের তো গণনা করার চেষ্টা করা যাবে, কিন্তু এগুলো বর্ণনার সীমায় আনা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয়ের মহান উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে আহমদীয়ত কী করেছে এবং আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? এটা এমন একটি প্রশ্ন বিভিন্নভাবে এর উত্তর দেয়া যেতে পারে। আর প্রত্যেক জবাব নিজের মাঝে এক আকর্ষণ ও গৌরব বহন করে। কেননা, প্রত্যেক জবাব আসলে আহমদীয়তের মনোরম আকৃতির কোন একটি দিকের আবরণ উম্মোচনকারী হয়ে থাকে। আর এ ঐশী আহ্বান সত্যতার সৌন্দর্যকে দিপ্তীমান করে থাকে।

জীবিত খোদা দান করেছে

আল্লাহ্তাআলার অস্তিত্বে ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ভিত্তি। আর আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রীয় চিহ্ন। এটা ছাড়া ধর্মের কল্পনাই বৃথা হয়ে যায়। ইসলাম খোদাতাআলার অস্তিত্বকে একটি জীবিত সত্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও কর্তা এবং বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালকও। এ খোদার সাক্ষাৎ এ জীবনে সম্ভব। ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপনকৃত এক জীবিত ও চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী খোদা।

তাঁর সত্তার একটি প্রমাণ হলো, তিনি নিজ বান্দাদের দোয়া শুনে থাকেন এবং জবাব দেন। আল্লাহ্তাআলা বলেন, **উদউনী আসতাজিবলাকুম** অর্থাৎ আমার বান্দারা ! তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের দোয়া শুনবো (সূরা মু'মিন : ৬১)। আর এ খোদার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, তোমাদের ঈমান যদি প্রকৃত হয় আর তোমরা ইস্তিকামত বা স্থৈর্যের ক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তোমাদের ওহী ইলহামের ভান্ডার দেয়া হবে। তোমরা ফিরিশ্তাদের সাথে বাক্যলাপ করতে পারবে -এ জগতেও আর পরজগতেও। কিন্তু পরিতাপের সাথে বলতে হয়, যখন এ আখেরীনদের পর্যায়ে মুসলামানদের মাঝে ধর্মবিশ্বাস ও আমলে দুর্বলতার পালা এলো তখন তারা এসব প্রিয় শিক্ষাকে পুরোপুরি স্বেচ্ছায় ভুলে বসলো। দোয়ার জবাব দানকারী জীবিত খোদার ওপর থেকে

তাদের বিশ্বাস উঠে গেলো। আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ আর ওহী ইলহামের আস্বীকারকারী হয়ে গেলো। এসব কথাই বলা হয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে এসবই ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে। পরিতাপের সাথে বলতে হয়, এসব কথার সাথে এযুগের মুসলমানরা একেবারেই অপরিচিত হয়ে গেছে। খোদাতাআলার অস্তিত্বের মনকাড়া আলোচনা তাদের বৈঠক থেকে লোপ পেতে লাগলো। খোদাতাআলার জীবিত বাণীর কথা বলে এমন কেউ আর থাকলো না। দোয়ার কবুলিয়তের আলোচনাও এক রূপকথার কিস্‌সায় পরিণত হলো। এ চূড়ান্ত অন্ধকার ও নৈরাশ্যের জগতে কাদিয়ানের অজ্ঞাত-অখ্যাত পল্লী থেকে তৌহীদ তথা একত্ববাদের ধ্বনি অতি প্রতাপের সাথে উচ্চকিত হলো:

"সেই খোদা এখনও যার সাথে চান কলীমে (অর্থাৎ যিনি বাক্যালাপ করেন) পরিণত হন,

এখনও তার সাথে কথা বলেন যাকে তিনি ভালবাসেন"॥

এ প্রত্যাপপূর্ণ ঘোষণা ছিলো গৌরবান্বিত জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালামের। মনমরা মুসলমানদের তিনি এ সুসমাচার শোনালেন, আমাদের খোদা এক জীবিত খোদা। তাঁর উত্তম ও প্রিয় গুণাবলীর কোন একটি গুণও রহিত হতে পারে না। তিনি আজও শুনেন যেভাবে আগে শুনতেন। তিনি আজও কথা বলেন যেভাবে আগে বলতেন। তিনি (আঃ) বলেছেন:

"জীবিত ধর্ম তা-ই যার মাধ্যমে জীবিত খোদা লাভ হয়। জীবিত খোদা তিনিই যিনি কোন মাধ্যম ছাড়া আমাদের মুলহিম বা ইলহামপ্রাপ্ত করতে পারেন। আর কমপক্ষে এটা হতে পারে আমরা কোন মাধ্যম ছাড়া ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেখতে পারি। সুতরাং আমি সারা বিশ্বকে এ সুসংবাদ দিচ্ছি, জীবিত খোদা ইসলামেরই খোদা" (মজমুআ ইশতিহারাত, লন্ডনে মুদ্রিত ১৯৮৩, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১১)।

তিনি নিজের সত্তা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে বিশ্বকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন, 'দেখ, খোদা আমাকে এ কল্যাণে ভূষিত করেছেন'। তিনি (আ:) বলেন:

"খোদাতাআলার সাথে জীবিত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কখনও সম্ভব হতে পারে না। কখনও সম্ভব হতে পারে না। ... এসো জীবিত খোদা কোথায় ও কোন্ জাতির সাথে আছেন এ সম্বন্ধে আমি তোমাদের বলে দিই।

ইসলাম এখন মূসার তূরের ন্যায়। এখানে খোদা কথা বলছেন। সেই খোদা যিনি নবীদের সাথে বাক্যালাপ করতেন এরপর চুপ হয়ে গেলেন। আজ তিনি একজন মুসলমানের অন্তরে কথা বলছেন" (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত ১৯৮৪, খণ্ড ১১. যমীমা আঞ্জামে আথম, পৃষ্ঠা ৬২)।

তাঁর এ ঘোষণা ছিলো বিপ্লবাত্মক। এটা ধর্মীয় জগতে একটি কম্পন সৃষ্টি করে দিলো। আল্লাহ্‌তাআলার সত্তার এ ঘোষক ও সাক্ষ্যদাতা এক চুম্বক সত্তা বলে প্রমাণিত হলেন। তাঁর কাছে ভদ্রস্বভাবাপন্ন লোকেরা দলে দলে আসতে লাগলেন। এ সত্তার কল্যাণে অভিষিক্ত হয়ে খোদার মানুষে পরিণত হলেন। এটা ছিলো সেই পবিত্র গোষ্ঠী। এক বিশ্বের জন্যে এরা খোদা দর্শনের মাধ্যমে পরিণত হলেন।

আহমদীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা বিশ্বের ওপর মহান করুণা করেছেন। বিশ্বকে সেই মনোনীত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহদী দান করেছেন। জীবন্ত খোদার জীবন্ত জ্যোতির্বিকাশের ওপর এক জীবন্ত ঈমান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ঈমান দান করেছেন। নিজের সত্তাকে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার একটি জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আর নিজের মান্যকারীদের মাঝে নিজ পবিত্র কল্যাণপ্রদ শক্তির মাধ্যমে এমন পবিত্র বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন যে, তারা খোদার মানুষে পরিণত হয়েছেন। আহমদীয়ত খোদা-মনোনীত এমন শক্তি ও মাহাত্ম্যের এক বিরাট গোষ্ঠী দুনিয়াকে দান করেছে। তাদের জীবন প্রদায়িণী অভিজ্ঞতা সব সময় মানব প্রজন্মের জন্যে খোদা দর্শনের পথ আলোকিত করতে থাকবে।

হাজার হাজার দৃষ্টান্তের মাত্র একটি সম্বন্ধে আলোকপাত করবো। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের এক সাহাবী হলেন হযরত মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াস খান সাহেব (রাঃ)। তিনি বর্ণনা করেন, কালাত রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হলেন আব্দুল আলী আখওয়ান্দাযাদা। মাস্তুঙ্গ-এর এক বিশাল সভায় উচ্চ শব্দে তাঁকে (অর্থাৎ ইলিয়াস খান সাহেবকে) উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, 'সারা সীমান্ত প্রদেশে আপনি কোন আধ্যাত্মিক পীর পেলেন না যে, আপনি এক পাঞ্জাবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বয়াত করে নিয়েছেন?'

হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ) সাথে সাথে যে সঠিক ও ঈমানবর্ধক জবাব দিয়েছিলেন তা শোনার যোগ্য। তিনি (রাঃ) বলেন,

"আখওয়ান্দাযাদা সাহেব! আসল কথা তো এটাই। আমার খোদা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে গিয়েছিলেন। আমি প্রত্যেক ধর্মে তাঁকে খুঁজতে ছিলাম। প্রত্যেক ধর্ম আমাকে পুরনো কিস্‌সা কাহিনীর দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো। আমি

প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতাম, সেই খোদা কি এখনও কথা বলেন? তখন তারা বলতেন, এখন কথা বলেন না। আমি মুসলমানদের ৭২ টি ফিরকার প্রত্যেকটি ফিরকার কাছে গিয়েছি। তারাও আমাকে এ জবাবই দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর এখন খোদা কথা বলেন না। ওহীর দরজা একেবারে বন্ধ। তখন আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, আসলে খোদা নেই। বরং একটি দর্শন মাত্র। কেবল পুরনো কিস্‌সা কাহিনীতে সীমাবদ্ধ। নচেৎ আল্লাহ্ তো সেই সত্তারই হওয়া আবশ্যক যা সব রকমের সুন্দর গুণের আকর। কোন গুণই রহিত হওয়ার নয়। আগে কথা বলতেন আর এখন তাঁর বাক্যালাপের গুণে মোহর লেগে গেছে- এটা কি করে হতে পারে? নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। পেছন থেকে একটি কোমল হাত আমার কাঁধ ধরে ফেল্লেন আর বল্লেন : মুহাম্মদ ইলিয়াস কী ব্যাপার! অস্থির হচ্ছ কেন? আমি বল্লাম, খোদার মাহাত্ম্য বুঝে গেছি। ওটি একটি দর্শন মাত্র। আসলে নেই। কেননা, যাকে জিজ্ঞেস করি সে-ই বলে, খোদা আগে কথা বলতেন এখন বলেন না। তিনি আমার হাত ধরলেন। এ ব্যক্তিই ছিলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। তিনি বললেন, এসো, আমি তোমাকে বলছি। তিনি এখনও কথা বলেন। শর্ত এই, তুমি আমার হাতে বয়াত করো। কেননা, আমি খোদার পক্ষ থেকে মসীহ ও মাহদী। সেই খোদা তোমার ওপরও অবতীর্ণ হবে। তিনি চাইলে তোমার সাথেও কথা বলবেন। আব্দুল আলী আখওয়ান্দযাদা সাহেব! এখন আমি খোদার সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যাঁর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কাজ, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর খোদা আমার সাথেও কথা বলেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, এখন এমন কেউ আছে কি যে দাবী করে বলতে পারে খোদা তার সাথে কথা বলেন?

সবটা সভায় পিন পতন নীরবতা! কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পরও কারও পক্ষ থেকে কোন জবাব এলো না। তখন মৌলভী সাহেব বল্লেন, 'আমি এমন পথ ও সেকেলে ইসলাম দিয়ে কী করবো যা কেবল রুসুম ও বিদা'তপূর্ণ ইসলাম হিসেবে রয়ে গেছে? এতে খোদা কথা বলেন না। আর কেনই বা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ইসলাম গ্রহণ করবো না? এটাই সত্যিকারের ইসলাম। এতে খোদা লাভ হয়। আর প্রিয় ও ভালবাসার সাথে বাক্যালাপে ভূষিত করা হয় (হায়াতে ইলইয়াস, প্রণেতা আব্দুস সালাম খান, পৃষ্ঠা ১১৮)। এই হলেন সেই জীবিত খোদা আর তাঁর জীবিত থাকার ঈমানবর্ধক অভিজ্ঞতা। আহমদীয়ত বিশ্বকে এটাই দান করেছে।

প্রকৃত ইসলাম

আহদমীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? এর আর একটি জবাব এই , আহমদীয়ত বিশ্বকে প্রকৃত ইসলাম দান করেছে। এটাই সেই ইসলাম, যা আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র ইসলাম। সেই সত্য ও প্রকৃত পথনির্দেশনাপূর্ণ বাণী কুরআন মাজীদের আকারে প্রণীত। এর উত্তম ব্যাখ্যা হলো রসূলে করীম (সঃ)-এর সুন্নত। আর এর উত্তম বিবরণ রসূল (সঃ)-এর হাদীসে দেখতে পাওয়া যায়। সত্য কথা তো এই, মানবতার দুঃখকষ্টের চিকিৎসা ও সারা বিশ্বের অবক্ষয়ের প্রতিষেধক পৃথিবীতে থেকে থাকলে তা ইসলামই। এর শিক্ষা আরবে অসভ্য মুশরিক ও বিধর্মী পরিবেশে হঠাৎ এমন বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছিলো, কোন চোখ এর আগে তা দেখেনি আর কোন কানও শুনে নি। অবশ্য সেই বিপ্লবই ছিলো আমাদের পথপ্রদর্শক ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অন্ধকারও রাতের দোয়ার সুফল।

তিনি পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর সব মরিচা ধূয়ে মুছে দিয়েছেন। পাপের অন্ধকার কেটে পুণ্য, সৎপথ ও আধ্যাত্মিকতার সোনালী দিবাকর সারা বিশ্বে উদিত করে দিয়েছেন। এটা সত্যিকারের ইসলাম। আর এটাই ইসলাম।

আজ এটাই বিশ্বের সমস্ত অবক্ষয়ের প্রতিষেধক। এটাই প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়ত এ যুগে বিশ্বকে এটা দান করেছে। আহমদীয়ত বিশ্বকে কোন নতুন ইসলাম দেয় নি বরং আহমদীয়ত প্রত্যেক নতুন ও স্বঘোষিত ইসলামের বিনাশকারীর নাম এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত প্রকৃত ইসলাম দ্বিতীয় বার প্রতিষ্ঠাকারীর নাম। আহমদীয়ত সেই প্রকৃত ইসলামের এ জীবন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্বকে দান করেছে। ইসলামের এ জীবন্ত ও জীবন প্রদায়িণী বাণীকে কার্যকর দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশ্বকে দেখিয়েছে। এটা এমন এক সত্য অন্যান্যরা প্রকাশ্যে এর স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইসলামী বিশ্বের বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও কবি আল্লামা ইকবাল বলেনঃ

In the Punjab the essentially Muslim type of character has found a powerful expression is the so-called Qadiani Sect. (The Muslim Community A sociological study by Islam)

অর্থাৎ পাঞ্জাবে ইসলামী চরিত্রের নির্ভেজাল দৃষ্টান্ত এ জামাতের আকারে প্রকাশিত হয়েছে যাকে ফিরকা কাদিয়ানী বলা হয়ে থাকে (মাওলানা জাফর আলী খান কর্তৃক উর্দূ অনুবাদের বাংলা)

বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ পুস্তক প্রণেতা ও সাংবাদিক আল্লামা নিয়াজ ফতেহ্‌পুরী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে লিখেনঃ

এতে সন্দেহ নেই, তিনি নিশ্চিৎভাবে ইসলামী চরিত্রকে দ্বিতীয়বার জীবিত করেছেন।

আর এমন একটি জামাত সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন যার জীবন আমরা নিশ্চিৎভাবে নবী (সঃ)-এর আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলতে পারি (নিয়াজ ফতেপুরীর মতামত, সংকলন মুহাম্মদ আজমল শাহেদ, নিগার, লক্ষ্মৌ থেকে, নভেম্বর, ১৯৫৯) ।

আজ ইসলামী বিশ্ব বিশৃঙ্খলার শিকার হয়েছে। ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের প্রাণে দুর্লভ। মুসলিম রাষ্ট্রের শহরগুলো বেহায়াপনা ও কুকর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এদের আবাসগৃহ ও অলিগলি ইসলামী আখলাক থেকে বঞ্চিত দেখা যাচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্রের পত্রপত্রিকা দেখে এমন মনে হয়, সারা বিশ্বের অপরাধ এসব দেশে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ইসলামী শিক্ষা ও চারিত্রিক মান এতটা দেউলিয়া হয়ে গেছে যেন এ কুকর্মকারী সমাজকে ইসলামের প্রতি আরোপিত করা ইসলাম ধর্মের প্রতি ভয়ানক অবমাননাকর বিষয়। এ অবস্থা দেখে মুখে এ কবিতার পংক্তি বের হয়ঃ

আমাদের মূল্যবান সম্পদ যা ছিলো তা মোরা হারিয়ে ফেলেছি,
আর এতে কাফেলার মনে কোন আফসোসের অনুভূতি অবশিষ্ট নেই॥

এ সমাজের লোক যখন এই প্রশ্ন করে, আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? তখন তাদের জন্যে আমাদের উত্তর এই, ধ্বংসের গহ্বরের কিনারে দাঁড়ানো বিশ্বকে সত্য ও নিরাপত্তার পথ দেখিয়েছে। আহমদীয়ত বিশ্বকে এক সঠিক পবিত্র ইসলামী সমাজ দান করেছে। এটি সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও মাহাত্ম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারও যদি অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়ে থাকে তাহলে সে প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জনবসতিতে আহমদী জামাতের মাঝে এ সমাজ প্রত্যক্ষ করতে পারে। সেখানে আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর ভালবাসার উল্লেখ অব্যাহত আছে। সেখানকার রাত ও দিন ইবাদতে কাটে। সেখানে ইসলামের শিক্ষা ও পড়াশুনার রীতিমত ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। সেখানে তরবিয়ত ও চারিত্রিক সংশোধনের খাতিরে দিনরাত চেষ্টার একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা জারী আছে। সেখানে পুণ্যের প্রতি ভালবাসা আর মন্দের প্রতি ঘৃণার অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। সেখানে কল্যাণের প্রতিযোগিতার যে দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় সেগুলো আত্মাকে বিকশিত করে। সেখানে প্রাথমিক যুগের সাহাবাদের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে প্রাণ ও ধনসম্পদের উপহার উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কী কী বিষয়ে বর্ণনা করবো! এটা সেই জীবন

প্রদায়িণী সমাজ। আল্লাহ্‌র আশিসক্রমে আহমদীয়তের কল্যাণে এটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সীমাপরিসীমা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে যাচ্ছে।

আহমদীয়ত এই শেষ যুগে পৃথিবীকে সেই ইসলামী সমাজ দান করেছে। এটা আসলে এ আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সূচনালগ্ন। এর কল্যাণে বিশ্ব বর্তমান শতকে, ইনশাআল্লাহ্‌ এক আধ্যাত্মিক দৃশ্য দেখবে। নতুন এক বিশ্ব হবে আর এক নতুন আকাশ। সারা বিশ্ব ইসলামের সূর্য রশ্মিতে আলোকমন্ডিত হবে। আজ আহমদীয়তের বিশ্ব-ইসলাম বরং সারা বিশ্বের জন্যে বাণী এই ঃ

এসো লোক সকল! এখানে খোদার জ্যোতি দেখতে পাবে।
নাও, তোমাদের সান্ত্বনা-বাণী দিয়েছি মোরা॥

পবিত্র পরিবর্তন

সাইয়্যেদনা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর সত্তা ছিলো পরশ পাথরের মত এক কল্যাণ বিতরণী কল্যাণমন্ডিত সত্তা। যে-ই তাঁর সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক সৃষ্টি করতো তার বিশ্বই বদলে যেতো। মাটির কণা সুরাইয়া নক্ষত্রের সাথে আলিঙ্গন করতো। তার পুরনো জীবনের ওপর একটি মৃত্যু আপতিত হতো। তার এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হতো। পাপের মলিনতা থেকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন হয়ে পুণ্যের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হতো। আর যে পুণ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে সে এমন আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করে দৌড়াতে থাকে যেন দেখতে দেখতে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে গিয়ে পৌছে। আধ্যাত্মিক ও পবিত্র বিপ্লবের এ মহান ভান্ডার আহমদীয়ত বিশ্বকে দান করেছে। এর ধারা আজও বলবৎ রয়েছে। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন।

'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার হাতে হাজার হাজার এমন বয়াতকারী আছে যাদের আমলের অবস্থা এর আগে খারাপ ছিল। বয়াত করার পর তাদের আমলের অবস্থা শুধ্‌রে গেছে। নানা রকম পাপ থেকে তারা তওবা করেছে। রীতিমত নামাযের আদায়কারী হয়েছে। শতশত এমন লোক আমার জামাতে পাচ্ছি, কিভাবে তারা কুপ্ররোচনার আবেগ থেকে পবিত্র হয় তাদের অন্তরে এ জ্বালা ও দহন সৃষ্টি হয়ে গেছে (রূহানী খাযায়েন, লন্ডন মুদ্রিত, ১৯৮৪, ২২ খন্ড, হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ৮৬ টীকা)।

হিন্দুস্তানের একজন বিখ্যাত আলেমে দীন মৌলবী হাসান আলী সাহেব (রাঃ) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আয়হেস সালামের আনুগত্যের

আঁচলে অবস্থান নেন। ধর্মের সেবার কারণে হিন্দুস্তানে তাঁর খুবই সুনাম ছিলো। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, বয়াত করে আপনি কী পেলেন? তিনি উত্তর দিলেনঃ

'মৃত ছিলাম। এখন জীবিত হয়ে চলছি। গোপন পাপের উল্লেখ করা ঠিক নয়। কুরআন করীমের যে মাহাত্ম্য এখন আমার প্রাণে রয়েছে হযরত রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে মাহাত্ম্য আমার প্রাণে এখন রয়েছে, তা আগে ছিলো না। এসব হযরত মির্যা সাহেবের বদৌলতে লাভ হয়েছে।'

(তাইদে হাক্, প্রণেতা মৌলভী হাসান আলী সাহেব, ৩য় সংকলন, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩২ আল্লাহ্ বখশ স্টীম প্রেস কাদিয়ান, পৃষ্ঠা ৭৯)।

হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজীকি সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন। তহশীলদার নওয়াব খান সাহেব একবার হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, মাওলানা! আপনি তো আগেই শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ছিলেন। মির্যা সাহেবের কাছে বয়াত করার ফলে আপনার অধিক কি কল্যাণ লাভ হয়েছে? এতে হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) বলেন,

'নওয়াব খান! হযরত মির্যা সাহেবের কাছে বয়াত করার ফলে আমার অনেক উপকার হয়েছে। এর মাঝে একটি উপকার এই আগে আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দর্শন স্বপ্নের মাধ্যমে লাভ করতাম আর এখন জাগ্রত অবস্থায় লাভ করে থাকি' (হায়াতে নূর, প্রণেতা শেখ আব্দুল কাদের সাবেক সওদাগর মল, পৃষ্ঠা ১৯৪)।

আহমদীয়তের ইতিহাস এমন দৃষ্টান্তে ভরপুর যে, নতুন যোগদানকারীদের জীবনে আহমদীয়ত একটি মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাদের পাপের কালিমা থেকে পবিত্র করে ইসলামী শিক্ষার ওপর সত্যিকার আমলকারী বানিয়ে দিয়েছে। এতে এমন লোকও ছিলেন, আহমদী হওয়ার আগে সে এলাকার ভয়ানক ডাকাত ছিলো। আহমদীয়ত তাকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে, তিনি খোদা দর্শন করার সত্তায় পরিণত হয়েছেন। এমন লোকও ছিলেন, দৈনিক ঘুষ নেয়া যার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। আহমদী হওয়ার পর নোটের বান্ডিল কোমরে গুঁজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এ ঘোষণা দিতেন, যে আমাকে ঘুষ দিয়েছে সে নিজের টাকা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। এমন খৃষ্টানও ছিল প্রত্যেক দিন ঘুমাবার আগে যে রসূলে খোদা (সঃ)-কে গালি দিয়ে ঘুমাতে যেতো। আহমদী হওয়ার পর গোলাপের পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে দুরূদ ও সালাম পাঠ করে ঘুমুতে যেতেন। ইংল্যান্ডের বশীর আহমদ অর্চার্ড সাহেব খৃষ্টবাদ থেকে তওবা করে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আহমদী মুসলমান হন। জুয়া ও মদ

পান থেকে তওবা করেন। ইসলামী শিক্ষার এমন পালনকারী হন যে, দোয়াকারী বুযুর্গে পরিণত হয়ে যান। ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার অধীন হয়ে ১/৩ অংশ ওসীয়্যত করেন। জীবন উৎসর্গ করেন। আর প্রথম ইংরেজ মুবাল্লিগ হিসেবে দীর্ঘ সময় সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সিয়েরালিওনের আলী Rogers যৌবন কালে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। তাঁর ১২ জন স্ত্রী ছিল। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী ৪ জন স্ত্রী রাখলেন। অন্যদের বিদায় করে দিলেন।

(মাসিক আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া এর বরাতে, মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৩০-৩১)।

আমেরিকার একজন বিখ্যাত মিউজিশিয়ান আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ঝোঁক একেবারেই স্তিমিত হয়ে গেলো। নিজের সব কর্মকান্ড ও তাঁর সব আয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে দরবেশের মত জীবন অবলম্বন করেন। তাহজ্জুদের আদায়কারী হন। রসূল (সঃ)-এর এমন প্রেমিকে পরিণত হন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম নিতেই চোখে পানি এসে যেতো [মাসিক খালিদ, রাবওয়া-এর বরাতে, জানুয়ারী ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৪০ এবং জুমুআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮৭]।

পুণ্য ও পবিত্র পরিবর্তনের এসব ঘটনা কোন কল্প-কাহিনী নয়। এগুলো বাস্তব ঘটনা। এমন অলৌকিক ও ঈমানবর্ধক বাস্তব ঘটনা দিয়ে আহমদীয়তের আঁচল পরিপূর্ণ। এ অলৌকিক ঘটনা পৃথিবীর স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের প্রত্যেক অঞ্চল এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) স্বয়ং বলেন ঃ 'আমার জামাত যতটা পুণ্য ও যোগ্যতায় উন্নতি করেছে এটাও একটি মু'জিযা'।

(সীরাতুল মাহ্দী, কাদিয়ানে মুদ্রিত, ১৯৩৫, ১ম খন্ড, পষ্ঠা ১৬৫)।

হিন্দুস্থানের একটি পত্রিকা এ সত্যকে এমন ভাষায় স্বীকৃতি দিয়েছে ঃ

'কদিয়ানের পবিত্র শহরে এক হিন্দুস্তানী পয়গম্বর জন্ম নিয়েছেন। তিনি তাঁর পরিবেশ পুণ্য ও উন্নত চরিত্রে ভরে দিয়েছেন। এ উত্তম গুণাবলী তাঁর লক্ষ লক্ষ মান্যকারীদের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে' (স্টেটস্ম্যান, দিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, তাহরীকে আহমদীয়ত, বরকত আহমদ রাজেকী সাহেব, কাদিয়ানে মুদ্রিত ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ১৩)।

অধম নিবেদন করছে,লক্ষের যুগতো কবেই শেষ হয়ে গেছে। এখন কোটির যুগ এসে গেছে। অর্বুদের যুগও বেশি দূরে নয়। এটা আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক বিপ্লবের জীবন ও আশার সেই বাণী যা আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কী সত্য কথাই বলেছেনঃ

'এ গাছকে এর ফল দিয়ে আর এ সূর্যকে এর জ্যোতি দিয়ে সনাক্ত করবে' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, ৩য় খন্ড, ফতেহ ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৪)।

'খিলাফতে আহমদীয়া' পুরস্কার

জামাতে আহমদীয়া বিশ্বকে কেবল সত্যিকারের ইসলাম সম্বন্ধেই অবহিত করে নি বরং এ আধ্যাত্মিক সংগঠনের নেতৃত্ব দান করেছে। একে ইসলামী পরিভাষায় খিলাফতের সংগঠন বলা হয়ে থাকে। এটা সেই কল্যাণময় সংগঠন যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্তাআলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের সাথে করেছেন। আমলে সালেহা বা সময়োপযোগী পুণ্য কাজ করার শর্ত সাপেক্ষে এ পুরস্কার তারা পেতে থাকবে। প্রাথমিক যুগে আল্লাহ্তাআলা এ পুরস্কার খিলাফতে রাশেদার আকারে দিয়েছিলেন। এটা পরে রাজত্বে পরিণত হয়। পরিশেষে একবারে সমাপ্তি ঘটে। এ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানরা সাধারণত প্রত্যেক বিশ্বস্ততা থেকে গভীর লাঞ্ছনার গর্তে পড়ে যায়। প্রত্যেক ব্যাপারে দুর্ভাগ্য ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরাজয় তাদের ললাটের লিখন হয়।

ইসলামের জীবিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্তাআলা হযরত ইমাম মাহ্দী আলায়হেস সালামকে আবির্ভূত করেন। তাঁকে উম্মতি নবুওয়তের পদ দেন। আর নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী- **মা কানাৎ নবুওয়াতা কাত্তু ইল্লা তাবিআতুহা** অর্থাৎ এমন কোন নবুওয়ত নেই যার পর খিলাফত নেই (কনযুল উম্মাল, আল্লামা আলাউদ্দীন আলী, ১১ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৫, হাদীস নং ৩১৪৪৪, প্রথম ছাপা, দারুল কুতুব আল্ ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৮)। জামাতে আহমদীয়ার মাঝে খিলাফত প্রবর্তন করেছেন। যারা খোদার এ পুরস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা গোমরাহী ও অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়েছে। আর আজও বঞ্চনা ও বিফলতা তাদের ভাগ্যের লিখনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যারা খিলাফতের জোতিতে নিজেদের হৃদয় আলোকিত করেছে তারা সেই খিলাফতরূপ প্রদীপের ওপর প্রতঙ্গের ন্যায় বিলীন হয়েছে এবং যুগখলীফার প্রত্যেক ডাকে 'লাব্বায়েক' 'লাব্বায়েক' বলে প্রাণ, সম্পদ এবং মানইজ্জতের উপঢৌকন উপস্থাপন করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করেছে। দেখো ও শুনো, তাদের ওপর কিভাবে খোদাতাআলার অসাধারণ অনুগ্রহ মুষল ধারায় বর্ষিত হয়েছে।

নেযামে খিলাফতের কল্যাণে পুণ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার উন্নতি ও দৃঢ়তা দেয়া হয়েছে। ভয়ের সব অবস্থা নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হতে থেকেছে। আজ সারা বিশ্বে এ একটি জামাতই খিলাফতের কল্যাণমন্ডিত

সংগঠনে অভিষিক্ত। জামাতের ইতিহাস এর সাক্ষী, বিরোধিতার প্রত্যেকটি আন্দোলন খিলাফতের প্রস্তরে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হতে থেকেছে; তা পয়গামীদের ফেতনাই হোক বা আহরারীদের ফেৎনা, ১৯৫৩ সনের দেশব্যাপী হাঙ্গামা বা ১৯৭৫ সনের ভয়ানক দাঙ্গা হোক অথবা ১৯৮৪ সনের পরের মর্মভেদী ঘটনাসমূহ হোক যার ফলে পাকিস্তানের ভূমি স্থানে স্থানে নিষ্পাপ আহমদীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। যুগখলীফার মহান নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনায় জামাত প্রত্যেক পরীক্ষায় মু'মিনসুলভ মর্যাদার সাথে সামনেই এগিয়ে গেছে। খিলাফতের কল্যাণে জামাত বিজয়ের উচ্চ শিখর স্পর্শ করেছে। আর এর বিলীনতা, কুরবানী, আবেগময় প্রেম ও বিশ্বস্ততার মান উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে গেছে। বিপদাপদের লেলিহান শিখাও জামাতের নিবেদিত প্রাণ লোকদের মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিতে পারে নি। যে-ব্যক্তি বলেছিলো, আমি আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেবো তাকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলতে দেখা গেছে। আর যে-ব্যক্তি এ বড়াই করেছিলো, আমি 'কাদিয়ানিয়তের ক্যান্সার' শেষ করে নিঃশ্বাস নেব সে এ দুনিয়ার জাহান্নামের আগুনে এমনভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তার দেহের কোন অংশই নিরাপদ থাকতে পারে নি।

খিলাফতের এ পুরস্কার খোদাপ্রদত্ত একটি পুরস্কার। এটা মানবীয় চেষ্টা প্রচেষ্টায় নয় বরং খোদার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন উম্মতে ওয়াহেদা বা এক উম্মতের প্রাণ। এটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার ভিত্তি। এটা বিজয় ও সফলতার চাবিকাঠি। এটা মু'মিনের ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাসের চিহ্ন।

খিলাফতের এ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার সাথে ইসলামের নবজীবন সম্পৃক্ত। এটাই সেই কল্যাণমন্ডিত ঐশী সংগঠন। এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ কথায় শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন ঃ

সুম্মা তাকূনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওয়াতা অর্থাৎ এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩, বৈরুতে মুদ্রিত)।

আমাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহকারী খোদার অনুগ্রহ। তিনি আমাদের খিলাফতের এ পুরস্কার দান করেছেন। এ কথারই এটা প্রমাণ যে, ৭২ ফিরকার মোকাবেলায় এই একটি জামাতই খোদাতাআলার দৃষ্টিতে এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য এবং সিরতে মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আল্লাহ্তাআলা এ খিলাফতের সংগঠনের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে এই মহান বাণীই দিয়েছেন ঃ ওহে নিরাপত্তার দুর্বার অন্বেষীরা! তোমরা প্রকৃতই যদি শান্তি ও নিরাপত্তার অন্বেষী

হয়ে থাক তাহলে এ আহমদীয়া খিলাফতের সংগঠনের নিরাপত্তা প্রদানকারী ছায়ার তলে আসো। আজ এটাই তোমাদের প্রকৃত শান্তি, স্বস্তি এবং প্রকৃত জীবন দিতে পারে। এ ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই। আসো, আর এ আধ্যাত্মিক একক সংগঠনের ছায়ায় এসে যাও। নচেৎ স্মরণ রেখো, খিলাফতকে বাদ দিয়ে তোমাদের ভাগ্যে পথভ্রষ্টতা, দুর্ভাগ্য ও বিফলতা ছাড়া আর কিছু নেই। যুগের ইমামের এ ডাক শুনো ঃ

'জাতির লোকেরা এদিকে এসো! সূর্য উদিত হয়েছে। তোমরা কেন দিনরাতে অন্ধকার উপত্যকায় বসে আছ? নিষ্ঠার সাথে তোমরা আমার দিকে এসে যাও। এখানেই কল্যাণ। চারদিকে রক্তপিপাসু জন্তুজানোয়ার বিরাজ করছে। আমিই নিরাপত্তার দূর্গ'।

জামাতের সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা

আমাদের প্রভু ও নেতা, খোদার বন্ধু মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, শেষ যুগে যখন মুসলমানরা ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে তখন সঠিক পথে বিচরণকারী এক সৌভাগ্যশালী ফিরকা আমরা কিভাবে চিনতে পারবো? সাহেবে 'জাওয়ামিউল কালীম' (বাক্‌বিশেষজ্ঞ) সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর কেবল দু'টি শব্দে দেন। তিনি (সঃ) বলেন, ওয়া হিয়াল জামাআতু অর্থাৎ সেটা হবে একটি জামাত (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০২, বৈরুতে মুদ্রিত)।

খুব ভালভাবে শুনে রাখো, জান্নাতী ফিরকার চিহ্ন এইঃ সেটি এক জামাত।

নামেও জামাত আর কাজেও জামাত। 'জামাত' শব্দের বৈশিষ্ট্য এর মাঝে থাকবে। এ শব্দটির মাঝেই একে চেনার চাবি আছে। 'জামাত' শব্দ এমনই এক ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল দলের প্রতি ইঙ্গিত করে যা সিসাগলিত প্রাচীরের ন্যায়। এর একজন অবশ্যমান্য ইমাম বা নেতা থাকে এবং জামাতের প্রত্যেক সদস্য সংগঠনের সাথে পুরোপুরি সংঘবদ্ধ থাকে। আজ বিশ্ব মানচিত্রে এ অবস্থা যদি কোন ইসলামী গোষ্ঠীতে সঠিক বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে তা কেবল এবং কেবল জামাতে আহমদীয়াতেই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর এটাই জামাত ও একক সংগঠনের চিত্র। সুশৃঙ্খল এক জামাত। এ জামাত আহমদীয়া মুসলমানদের এ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার যুগে দান করা হয়েছে। জামাতে আহমদীয়াকে আল্লাহ্‌তাআলার ফযল ও করম খিলাফতের সংগঠন দান করেছে। এটা নবুওয়তের পদ্ধতিতেই প্রতিষ্ঠিত। খলীফা খোদাতআলা বানিয়ে থাকেন। তিনি জামাতের আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক প্রধান ও এর প্রাণ। যুগখলীফা খোদার কাছে

জবাবদিহী করেন আর প্রত্যেক সদস্য খলীফার কাছে জবাবদিহী করে। জামাতে আহমদীয়ার সাথে খিলাফতের সংগঠনের অনুগত এমন এক সুদৃঢ় ও ব্যাপক জামাতী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যা প্রত্যেক দিক থেকে অতুলনীয়।

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সংস্থা। বিভিন্ন বিভাগের জন্যে নাযারত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পাকিস্তানের বাইরে তবলীগ ও ইসলাম প্রচারের জন্যে **তাহ্‌রীকে জাদীদের** বিশাল ব্যবস্থাপনা অব্যাহত আছে। গ্রামীণ এলাকাগুলোতে বিশেষভাবে তবলীগ ও তরবিয়তের কাজে ওয়াকফে জাদীদের সংগঠন মজুদ আছে। এখন এর কাজের সীমানা বিদেশেও ব্যাপকতর হয়েছে। ধর্মীয় ও ফিকাহর বিষয়ে পথনির্দেশনার জন্যে **দারুল ইফতাহ্** সংস্থা এবং কলহ বিবাদ মিটানোর জন্যে রয়েছে **দারুল কাযা** সংস্থা। খিলাফতের ব্যবস্থাপনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতা সংস্থা **মজলিসে শূরা** সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেবার জন্যে নুসরৎ **জাহাঁ স্কীম** অব্যাহত আছে। আর্থিক বিষয়াদি দেখাশুনার জন্যে **বায়তুল মালের** ব্যবস্থাপনা প্রত্যেক ধাপে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জামাতের অভ্যন্তরে পুরুষ ও নারীর ধর্মীয় শিক্ষা ও তরবিয়তের (চরিত্র গঠন) তত্ত্বাবধান ও উন্নতির জন্যে **আনসারুল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া, আতফালুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাইল্লাহ্** ও **নাসেরাতুল আহমদীয়ার** আলাদা আলাদা অঙ্গসংগঠন মজুদ রয়েছে। এগুলো যুগখলীফার সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকে। এ ছাড়াও এ সুশৃঙ্খল জামাতী সংগঠনগুলোতে বহু বিভাগ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এগুলো নিজ নিজ সীমার মাঝে তা'লীম (শিক্ষা) তরবিয়ত (চরিত্রগঠন), ইশায়াত (প্রচার) ও জনকল্যাণমূলক সেবা দান করে যাচ্ছে।

এ একটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ চিত্র। জামাতে আহমদীয়াতে প্রতিষ্ঠিত এ এক মহান জামাতী ব্যবস্থাপনা। এটা এখন আহমদীয়তের পঞ্চম খিলাফতে রাশেদার মাধ্যমে দুনিয়াকে দান করা হয়েছে। এর কোন দৃষ্টান্ত গোটা ইসলামী বিশ্বে বরং সারা বিশ্বের কোথাও দেখা যায় না। এ ব্যবস্থাপনা নিজ সত্তায় আহমদীয়তের সত্যতার একটি জীবন্ত নিদর্শন। এটাই এর পরিচিত এবং এর অসাধারণ আন্তর্জাতিক উন্নতির প্রাণও বটে।

মতভেদপূর্ণ মসলাগুলোর সঠিক মীমাংসা

হাদীসে রসূল (সঃ)-এ উল্লেখিত 'হাকামান ওয়া আদলান' শব্দগুলো অনুযায়ী সাইয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক মতভেদপূর্ণ মসলাগুলোতে আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ

করে সঠিক মীমাংসা দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের সঠিক ইসলামী আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাসের তত্ত্বজ্ঞান দান করছেন। ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আর বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করেছেন। তদুপরি যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করেছেন, এটা আসলে সঠিক ইসলামী ধর্মবিশ্বাস। ধর্মবিশ্বাসের সংশোধনীর ক্ষেত্রে জামাত বিশ্বকে যে কল্যাণ দান করেছে এর বিস্তারিত বিবরণ অতি দীর্ঘ। কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছিঃ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু

মুসলমানদের মাঝে খুবই ভয়ানক ও ভিত্তিহীন এ ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ) মারা যাননি বরং আজও আকাশে জীবিত আছেন। আর তিনিই শেষ যুগে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে মারাত্মক বিপদাবলী থেকে রক্ষা করবেন। তাদের মুক্তিদাতা হবেন। এটা সুস্পষ্ট, এ ধর্মবিশ্বাস আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উচ্চ মকামের পরিপন্থী ও অবমাননাকর। কেননা, এথেকে এটা প্রমাণিত হয়, রসূলে করীম (সঃ) তো দুঃখকষ্টের চাকায় নিষ্পেষিত হয়েছিলেন– শি'বে আবি তালিবের ঘটনা হোক, মদীনায় হিজরত হোক, তায়েফে সফর হোক, উহুদের যুদ্ধে ও হুনায়নের ঘটনায়ই হোক- এসব ঘটনায় আল্লাহ্তাআলা, নাউযুবিল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য সমর্থন করেন নি আর যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওপর বিপদ আঘাত হানলো তখন খোদাতাআলার ভালবাসা শক্তি ও মহিমায় উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো এবং হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হলো। তিনি এখনও জীবিত আছেন। আর শেষ যুগে উম্মতে মুসলেমা যখন সব দিক থেকে আক্রান্ত হবে, দজ্জালী শক্তি সব দিকে থেকে যখন এর ওপর চড়াও হবে তখন এই ইসরাঈলী নবীই তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে আসবেন। এটা এমন এক ধর্মীয় বিশ্বাস যা নিয়ে খৃষ্টানরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মোকাবেলায় হযরত মসীহ্ নাসেরী (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ও মুসলমান নিজেদের উদ্ভাবিত ত্রুটিপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন উত্তর দিতে সমর্থ হয় না।

আহমদীয়ত এলো আর ইসলামী বিশ্বকে এ ভুল ধারণা থেকে মুক্তি দিলো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিশ্বের সামনে এটা ব্যাখ্যা করলেন, মসীহ্ (আঃ) জীবিত থাকার বিশ্বাস সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ও সহী হাদীসের কোথাও কোন উল্লেখ নেই। বরং কুরআন মাজীদের ৩০টি আয়াত ও অসংখ্য হাদীস থেকে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু সাব্যস্ত হয়। বুদ্ধিবিবেকের প্রেক্ষাপটেও মসীহ্ (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাস আল্লাহ্তাআলার গুণাবলীর পরিপন্থী, শিরক সৃষ্টিকারী এবং রসূলে

করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্নকারী বিশ্বাস। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও বর্তমান যুগের নতুন নতুন আবিষ্কার থেকেও ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সমর্থন পাওয়া যায়। আহমদীয়ত বিশ্বকে এ সুসংবাদ শুনিয়েছে আজ মুসলিম উম্মত নিজের সংশোধন ও পথনির্দেশনার জন্যে অন্য কোন জাতির নবীর মুখাপেক্ষী নয়। বরং সত্য কথা তো এই, আজ প্রত্যেক উম্মত ও গোটা মানবতা নিজের সংশোধনের জন্যে মুহাম্মদী উম্মতের মুখাপেক্ষী। অতএব আনন্দে উদ্দীপ্ত হও আর কৃতজ্ঞতার সিজদা করো। আজ মুহাম্মদ (সঃ)-এর গোলামদের মাঝ থেকে এ প্রতাপপূর্ণ আধ্যাত্মিক সন্তানকে আল্লাহ্‌তাআলা আহমদ (সঃ)-এর গোলাম হিসেবে পাঠিয়েছেন যাকে প্রভু ও নেতা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চরণ সেবার কল্যাণে যুগের ইমাম বানানো হয়েছে। দেখো আর শুনো আর বিশ্বকে বলে দাও ঃ

অনুমান ও ধারণার অতীত আহমদ (সঃ)-এর মর্যাদা,
যাঁর গোলাম দেখো যুগের মসীহ্ হয়েছে॥

খতমে নবুওয়তের প্রকৃত তাৎপর্য

খতমে নবুওয়তের কল্যাণের প্রসঙ্গেও মুসলমানদের ভুল ধারণা দেখতে পাওয়া যেতো। আজও বিপুলভাবে মুসলমানদের মাঝে এ ধর্মবিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়, যে সত্তাকে খোদাতাআলা সারা জগতের জন্যে করুণার কারণ করে বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন তিনি এসে করুণাকে ব্যাপকতর করার বদলে খোদার করুণার উচ্চতর উৎস নবুওয়ত সব সময়ের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছেন। যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি খোদাতাআলা একটি শুভ সংবাদস্বরূপ মু'মিনদের দিয়েছেন এর দরজা সর্বৈব বন্ধ ও রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে অধিক ভয়ানক ও ক্ষতিকারক এবং রসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী আর কোন ধর্মবিশ্বাসের চিন্তা করা যায় কি? খাতামান্নাবীঈন-এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা ছাড়া কেবল শব্দের ভিখারী মুসলমানরা নিজেদের ভুলত্রুটিপূর্ণ চিন্তাচেতনার ফলে দু'জগতের করুণাসিন্ধু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মর্যাদার প্রতি অবমাননা ও কুরুচীপূর্ণ বক্তব্যের সুযোগ নিজেরাই খৃষ্টানদের যুগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাদের আত্মাভিমান জাগ্রত হয় নি। আর তাদের চিন্তাভাবনা ও চেষ্টাপ্রচেষ্টার সংশোধনেরও সৌভাগ্য ঘটে নি।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম খতমে নবুওয়তের সঠিক তাৎপর্য সম্বন্ধে বজ্রকণ্ঠে এ ঘোষণা করেছেন, আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত

খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বিশ্বের প্রত্যেক নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত এবং অধিকতর সম্মানিত। সারা বিশ্বের মুক্তি তাঁর আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর (সঃ) আধ্যাত্মিক কল্যাণ কিয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান ও স্থায়ী। এখন প্রত্যেক আধ্যাত্মিক পুরস্কার ও কল্যাণ তাঁর (সঃ) দাসত্বে শর্তযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যে চাইবে সে তাঁর (সঃ) ওসীলায় (অর্থাৎ মাধ্যমে) পাবে। আর যে এ দরজা থেকে পায় না সে চিরস্থায়ীভাবে বঞ্চিত। হযরত মসীহে পাক আলায়হেস সালাম বলেনঃ

'আমরা যখন ন্যায়বিচারের সাথে লক্ষ্য করি তখন গোটা নবুওয়তের ধারায় উচ্চ মর্যাদার যুবক পুরুষনবী জীবিত নবী এবং খোদার উচ্চ মার্গের প্রিয় নবী কেবল এক ব্যক্তিকে জানতে পারি অর্থাৎ সেই নবীদের সর্দার, রসূলদের গর্ব, রসূলদের মুকুট, যাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা ও আহমদ মুজতাবা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তাঁর ছায়ায় ১০ দিন চললে সেই জ্যোতি লাভ হয় যা তাঁর আগে হাজার বছরে লাভ হতে পারতো না' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, ১২ খন্ড, সিরাজে মুনীর, পৃষ্ঠা ৮০)।

তিনি (আঃ) আরো বলেন ঃ 'আল্লা জাল্লা শানূহ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে সাহেবে খাতাম বা মোহরের অধিকারী বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর (সঃ) উৎকর্ষ বিস্তার দেয়ার জন্যে মোহর দেয়া হয়েছে। কোন নবীকে কখনও এটা দেয়া হয় নি। এজনেই তাঁর (সঃ) নাম খাতামান্নাবীঈন অর্থাৎ তাঁর (সঃ) পরিপূর্ণ অনুসরণে নবুওয়ত দান করা হয়ে থাকে। তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নবী সৃষ্টিকারী। এ পবিত্রকরণ শক্তি অন্য কোন নবীকে দেয়া হয় নি' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ২২ খন্ড, হাকীকাতুল ওয়াহী, পৃষ্ঠা ১০০, টিকা)।

কুরআন মাজীদের উচ্চ মর্যাদা

কুরআন করীমের মহান পুরস্কার মুসলিম উম্মতকে দান করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপে বিষয়, আহমদীয়তের বিকাশের সময় জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান ও পথনির্দেশনার প্রস্রবণ এ কিতাব একটি গেলাফাবৃত কিতাব হিসেবে রয়ে গিয়েছিলো। একে পুরনো কিচ্ছাকাহিনীর কিতাব আখ্যায়িত করা হতো। কোন কোন লোক রসূলের (সঃ) হাদীসকে খোদার কথার ওপর প্রাধ্যান্য দিতে আরম্ভ করলো। কতই দুর্ভাগ্য, যে কিতাব তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার ও মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছিলো অকৃতজ্ঞ মুসলমান এর মাহাত্ম্য ও কল্যাণ থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেলো! এমন সময়ে আহমদীয়তের আগমন হলো। হযরত মসীহে মাওউদ

আলায়হেস সালামের আবির্ভাব হলো। তিনি কুরআন মাজীদের প্রকৃত সৌন্দর্য ও লাবণ্য সম্বন্ধে বিশ্বকে জানালেন। তিনি কুরআন মাজীদকে একখানা জীবিত কিতাব হিসেবে উপস্থাপন করলেন। কুরআন মনসুখ হওয়ার ধর্মবিশ্বাসকে তিনি শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে বাতিল করলেন। আর প্রমাণ করলেন, এ মহান কিতাবের এক একটি শব্দ খোদাতাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর একটি অক্ষরের কথাও কিয়ামত পর্যন্ত মনসুখ (রহিত) বা পরিবর্তন হতে পারে না। এ কিতাব জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার এবং সারা বিশ্বের মুক্তির উৎস। তিনি (আঃ) বলেছেন ঃ

'নিশ্চিৎ এটা মনে করো, যেভাবে চোখ ছাড়া দেখা সম্ভব নয় বা কান ছাড়া শুনা সম্ভব নয় অথবা জিহ্বা ছাড়া কথা বলা সম্ভব নয় এভাবে কুরআন ছাড়া প্রিয় খোদার মুখ দেখাও সম্ভব নয়' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪ , ১০ খন্ড, ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯)। তিনি (আঃ) তাঁর জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

'তোমাদের জন্যে একটি আবশ্যকীয় শিক্ষা এই, কুরআনকে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ন্যায় নিক্ষেপ করো না। এতে তোমাদের জীবন। যে-ব্যক্তি কুরআনকে সম্মান করবে সে আকাশে সম্মান লাভ করবে। যে-ব্যক্তি প্রত্যেক হাদীস ও প্রত্যেক কথার ওপর কুরআনকে প্রাধান্য দিবে তাকে আকাশে প্রাধান্য দেয়া হবে। মানবমন্ডলীর জন্যে পৃথিবীতে এখন কুরআন ছাড়া কোন কিতাব নেই। আর মানব সন্তানের জন্যে এখন মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ছাড়া কোন রসূল ও শাফাআতকারী নেই' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ১৫)।

'কুরআন মাজীদের সাথে প্রকৃত ভালবাসার প্রতি তাগিদপূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন দেখিয়েছে। আর অন্যান্য সব ছিলো এর ছায়াস্বরূপ। সুতরাং তোমরা গভীরভাবে কুরআন পড়ো। একে খুবই ভালোবাসো। এমনভাবে ভালবাসো যে, এমনভাবে আর কাউকে ভালবাস নি।' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, ১৯ খন্ড, কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ২৮)

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ও তাঁর খলীফাগণ কুরআন মাজীদের এমন মহান সেবা করেন, তত্ত্বজ্ঞানের মূল্যবান রহস্য ও মর্যাদা বর্ণনা করেন এবং নিজেদের জামাতে কুরআনের সেবা ও কুরআনের প্রতি ভালবাসার এমন আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন যা অন্যেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। মিয়াঁ মুহাম্মদ আসলাম নামক একজন অ-আহমদী সাংবাদিক আহমদীয়তের কেন্দ্র কাদিয়ানে গিয়ে যা কিছু দেখেছেন এর বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন ঃ

'কুরআন মাজীদের ব্যাপারে যতটা আন্তরিক ও যথার্থ ভালবাসা কাদিয়ানে এ জামাতের মাঝে আমি দেখেছি আর কোথাও তা দেখিনি। কাদিয়ানের আহমদীদের সাথে আমি কেবল কুরআনই কুরআন দেখেছি..... যে দিকেই দৃষ্টি দিতাম কুরআন দেখতে পেতাম। মোট কথা কাদিয়ানের আহমদী জামাত ..... এমন জামাত যা বিশ্বে কার্যত আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদের অনুসারী ও ইসলামের জন্যে বিলীন'

(আল্ বদর, কাদিয়ানের বরাতে, ১৩ মার্চ, ১৯১৩, ১৩ খন্ড, নম্বর ২, পৃষ্ঠা ৬-৯)।

আহমদীদের অন্তরে কুরআন মাজীদের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসার একটি ঈমানবর্ধক দৃষ্টান্ত এ অধম লন্ডনে দেখেছে। আমাদের একজন ইংরেজ নিষ্ঠাবান আহমদী মরহুম দাউদ সামারিজ সত্তর বছর বয়সে সত্যিকারের ভালবাসা ও বিশ্বাসের সাথে কুরআন শিক্ষা আরম্ভ করেন। যখন দশ পারা দিয়ে নিজের অন্তরকে জ্যোর্তিময় করেছিলেন তখন তার শেষ সময় এসে গেলো।

মোট কথা আহমদীয়ত ভুলত্রুটিপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতে গিয়ে বিশ্বকে এসব সত্যিকারের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যা খোদাতাআলার মাহাত্ম্য, ইসলামের মর্যাদা ও রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উচ্চ মার্গ সাব্যস্তকারী ছিলো। এভাবে যুগের ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চেহারা সব কলঙ্ক থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দেয় এবং তাঁর আবির্ভাবের পরম উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। তিনি (আঃ) বলেছেন ঃ

'খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি এ কথার সাক্ষ্য দিই, কুরআন জীবন্ত কিতাব আর জীবন্ত ধর্ম ইসলাম এবং জীবন্ত রসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম' (মজমুয়া ইশতাহারাত, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭, ইশতিহার ২৫-৫-১৯০০)।

এ তিনটি মৌলিক বিষয় ছাড়াও আহমদীয়ত মুসলমানদের মাঝে বর্তমান ভুলত্রুটিপূর্ণ ধর্ম বিশ্বাসগুলো সংশোধন করেছে। আর সিরাতে মুস্তাকীমে মুসলমানদের পথপ্রদর্শন করেছে। এর মাঝে হযরত ইমাম মাহ্‌দীর আগমন, দজ্জালের তাৎপর্য, জেহাদ সম্বন্ধে সঠিক ইসলামী দর্শন, প্রকৃত তৌহীদ, কুরআন ও হাদীসের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় নিহিত। এগুলো জামাতী সাহিত্যাদিতে মজুদ আছে।

রূহানী খাযায়েন (আধ্যাত্মিক ভান্ডার)

হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহূ আলাদ্দীনি কুল্লিহি ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকূন (সূরা সাফ্ফ ঃ১০) আয়াতে করীমা অনুযায়ী আগমনকারী প্রতিশ্রুত ব্যক্তি ইসলামকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিজয় দানের যে মাধ্যম হবেন এটা নির্ধারিত ছিল। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই মাহাত্ম্য ও মর্যাদার সাথে পূর্ণ হয়েছে। এর একটি জাঁকজমকপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিলো মহান সর্বধর্ম সম্মেলন। ১৮৯৬ সনে লাহোরে এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এতে নির্ধারিত ৫টি বিষয়ের জবাবে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) 'ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী' এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন যে, সকলেই একে উচ্চকণ্ঠে স্বীকৃতি দেন-এ প্রবন্ধ সবার ওপরে ছিলো। আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে তাঁর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও তত্ত্ব দান করেন ও এর বর্ণনায় পরম হৃদয়গ্রাহী এবং প্রভাবশালী হওয়ার রহস্য শিখিয়ে দেন। তাঁর কথায় এমন অসাধারণ প্রভাব ছিলো যে, অন্তরগুলো বিমোহিত করতে থাকতো। বিরুদ্ধবাদীরাও এ কথা স্বীকার করেছে। তাঁর (আঃ) মৃত্যুর পর হিন্দুস্তানের নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তো তাঁকে এক বিজয়ী বলে আখ্যায়িত করেন।

তাঁকে প্রদত্ত এ জ্ঞানবুদ্ধি আসলে সেই ঐশী অস্ত্র যা মিথ্যার সব দূর্গকে ধ্বংস করে চলে যাচ্ছে। তাঁর অদ্বিতীয় প্রভাবগুলোর এ অবস্থা যে, তাঁর মৃত্যুর পরেও এ ক্ষয়হীন জ্ঞানবুদ্ধি ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের এক সফল মাধ্যম সাব্যস্ত হতে যাচ্ছে। জানা কথা, এ সমুদ্র থেকে আহমদী মুবাল্লেগগণ তো উপকৃতই হচ্ছেন অ-আহমদী আলেমরাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা তাদের বর্ণনায় ও লেখায় বেশি বেশি ব্যবহার করছেন। কিন্তু উদ্বৃতি দেয়ার সাহস রাখেন না। এটা হলো সেই শক্তিশালী জ্ঞানবুদ্ধির কথা যা আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। প্রত্যেক মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিজয়ের নিশ্চয়তা রয়েছে। বিশেষ করে খ্রীষ্টানদের মোকাবেলায় হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যুক্তিপ্রমাণ তো এমন এক পাথর সদৃশ শক্তিশালী যার জবাব তারা কখনই দিতে পারবে না। রসূলে পাক (সঃ) আগমনকারী প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে 'ক্রুশ ধ্বংসকারী' বলে নির্ধারিত করেছেন। এর মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবনে এবং পরে প্রত্যেক যুগে বড়ই মর্যাদার সাথে পরিদৃষ্ট হয়। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-তাঁর অব্যর্থ যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে পাদ্রী লেফ্রাইকে এমন নিরুত্তর করে দেন যে, মৌলভী নূর

মুহাম্মদ সাহেব স্বীকার করেছেন, তিনি তো 'হিন্দুস্তান থেকে নিয়ে বিলাত পর্যন্ত পাদ্রীদের পরাজিত করে দেন' (ভূমিকা ঃ মু'জেযনুমা কালাঁ, কুরআন শরীফের তরজমা, ১৯৩৪ সনে ছাপা, পৃষ্ঠা ৩০)।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বিশ্বকে যে আধ্যাত্মিক ভান্ডর দিয়েছেন তা ৯০ খানারও অধিক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পর তাঁর (সঃ) খলীফাগণ এ ধারাকে অব্যাহত রাখেন। আর তত্ত্বপূর্ণ পুস্তকাকারে নতুন নতুন জ্ঞান বিশ্বকে সরবরাহ করতে থাকেন। জামাতের আলেমগণও এ সুমিষ্ট ঝর্ণা থেকে কল্যাণ লাভ করে মহান পুস্তকাদি প্রণয়ন করে বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। ৫৭টি ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রচার, কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদীসের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন, বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর বিষয়ে পুস্তক রচনা করে প্রকাশ, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এসব পুস্তকাদির অনুবাদ, কেন্দ্রীয় জামাতের বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী এসব আহমদীয়তের জ্ঞানবিষয়ক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের স্রোতধারা। এটা সদা তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। আহমদীয়ত বিশ্বকে যে জ্ঞান ও তত্ত্বের এ মহান সম্পদ দান করেছে এর প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খুবই সুন্দর বলেছেন ঃ

'আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা ভালবাসার মালিকের সাম্রাজ্য আর ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞানের ভান্ডার। আল্লাহ্তাআলার আশিসক্রমে এত দেবো যে, লোকেরা নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে যাবে' (রূাহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৪৪, ৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৬, ইযলায়ে আওহাম)।

এ ঘোষণা পাঠ করার পর মস্তিষ্ক তখন তখনই নবী (সঃ)-এর সেই হাদীসের প্রতি ধাবমান হয় যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ ছিলো, ইউফিযুল মালা হাত্তা লা ইয়াক্ব বালাহু আহাদুন (বুখারী, কিতাবু বা'দাল খালক্ব, বাব নুযূলে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলায়হেস সালাম)।

অর্থাৎ, আগমনকারী মসীহ্ এত ধনসম্পদ বিতরণ করবেন যে, নেয়ার কোন লোক পাওয়া যাবে না। আজ এ ভবিষ্যদ্বাণী মহান মর্যাদার সাথে পূর্ণ হয়েছে। মুহাম্মাদী মসীহ্ জ্ঞান ও তত্ত্বের ভান্ডার পানির মত বইয়ে দিয়েছেন এবং বিশ্বকে প্লাবিত ও তরতাজা করে দিয়েছেন। তিনি খুব সুন্দরই বলেছেন ঃ

'সেই ভান্ডার যা হাজার হাজার বছর ধরে গুপ্ত ছিলো,
এখন আমি দিচ্ছি যদি পাওয়া যায় কোন প্রত্যাশী'॥

সেবার ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক কর্মকান্ড

আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়াছে? প্রশ্ন তো এই, পুণ্য ও সুন্দরের ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়া কোন জিনিসটি বিশ্বকে দেয় নি? কোন জামাত বা জাতির সম্পদ তো হয়ে থাকে এর লোকবল। এদের সম্মিলিত অবস্থার নামই জামাত। আল্লাহ্তাআলার নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত এ জামাতকে এমন বিরল জনশক্তি দান করেছেন যার সংখ্যা নিজেদের সততা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দিন আর দিন বৃদ্ধি পেতে চলেছে। জামাতে আহমদীয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক স্থানে মানবতার সেবার আবেগে ভরপুর হয়ে নিজ নিজ দেশে জাতি ও মানবতার সেবায় নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক দেশে জামাতে আহমদীয়া সমাজের সেবায় পরিপূর্ণভাবে অংশ নিচ্ছে। সাধারণ সেবা ছাড়াও যার স্বীকৃতি সবখানে করা হয়ে থাকে, এ জামাতের ইতিহাস সাক্ষী দেয়, জামাতের খলীফাগণ ও নেতৃবৃন্দ এবং জামাতের এমন সব ব্যক্তিত্ব যাঁদের আল্লাহ্তাআলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ দান করেছেন তাঁরা জাতি, দেশ এবং মানবতার কল্যাণে নিজেদের সেবা সব সময় উৎসর্গ করে রেখেছেন।

প্রশ্নকারীরা প্রশ্ন করে, আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? আমি বলি, আহমদীয়তের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দাও আর দেখো, কিভাবে এ জামাত নিজের কলিজার টুকরো সন্তানদের বিশ্বের সেবায় উৎসর্গ করেছে। সেবার যে কোন ক্ষেত্রে জামাতের এমন সব সুপুত্র পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতি ক্ষেত্রে এক সুস্পষ্ট মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছে। ভাষার জগতে হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মযহারের সেবা, আফ্রিকার উন্নতি ও গঠনের ক্ষেত্রে শেখ উমরী আবিদীর সেবা, পাকিস্তানের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মুজাফ্ফর আহমদের সেবা এবং দেশের প্রতিরোধ ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে লেফটেনেন্ট জেনরেল আখতার হুসায়েন মালিক, লেঃ জেঃ আব্দুল আলী মালিক ও ফুরকান ফৌজের মুজাহিদগণের সেবা কিভাবে কোন ভদ্রলোক অস্বীকার করতে পারেন? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডঃ অধ্যাপক আব্দুস সালাম যে কাজ করেছেন এবং যে সুনাম অর্জন করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তানের এ সুযোগ্য সন্তান নোবেল পুরস্কার লাভ করে কেবল পাকিস্তানেরই নয় বিশ্ব মুসলিমের শির গর্বে উন্নীত করেছেন। আবার পুরস্কারের সাকল্য অর্থ প্রিয় জন্মভূমি ও বিজ্ঞানের ব্যাপকতার জন্যে উৎসর্গ করে কুরবানীর এক অতুলনীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এ আহমদী বৈজ্ঞানিক মুসলমানদের একটি সাহস ও সংকল্প দান করেছেন, আস্থা দান করেছেন এবং উন্নতির আবেগ দান করেছেন। প্রিয় জন্মভূমির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার সেবা, আন্তর্জাতিক বলয়ে ন্যায়বিচার ও আইনী সেবা আর সবচেয়ে বেশি এই সেবা যে, অসংখ্য ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পুরস্কারের সৌভাগ্য লাভে হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরউল্লাহ্ খান সাহেব (রাঃ)-এর সেবা বিশ্বের ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লেখা হয়েছে। এমন কোন শিক্ষিত লোক আছেন কি যিনি আহমদীয়তের এসব সুসন্তানের ব্যাপক নিঃস্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সেবা সম্বন্ধে না জানার সাহস দেখাতে পারেন? কেবলমাত্র সেসব অন্ধ মোল্লা ছাড়া যাদের সম্পর্কে পাকিস্তানের উচ্চ আদালতে প্রদান বিচারপতি মুনীরকে এ কথা বলতে হয়েছিলো ঃ

'চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ খান মুসলমানদের খুবই নিঃস্বার্থ সেবা দান করেছেন। তবুও কোন কোন দল তদন্ত আদালতে যেভাবে তাঁর উল্লেখ করেছে তা লজ্জাজনক অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে'

(তদন্ত আন্দোলনের রিপোর্ট, পাঞ্জাব দাঙ্গা ১৯৫৩ পৃষ্ঠা ২০৯, পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত)।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আহমদী উৎসর্গীকৃত সন্তানদের কোন্ কোন্ সেবার কথা উল্লেখ করবো? এসব সেবা তো পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে রয়েছে। এসব ইতিহাসের এমন অংশে পরিণত হয়েছে যেগুলো অবশ্যই মিটানো যেতে পারে না।

'পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের কীর্তি অম্লান রয়েছে।'

নিঃস্বার্থ জনসেবা

আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? বিভিন্ন দিক থেকে এর বিভিন্ন জবাব দেয়া যেতে পারে। একটি দিক তো এই, আহমদীয়ত নিজের সব কিছু বিশ্বকে দিয়ে দিয়েছে। সব রকম পুরস্কার যা খোদাতাআলা জামাতকে দিয়েছেন জামাত সে পুরস্কার বিশ্বের সফলতা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যয় করতে ও দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি। কেননা, কৃপণতা ও হীনমন্যতার দৃষ্টিভঙ্গী এ জামাতের স্বভাবে নেই। জামাতে আহমদীয়া এমনিতেই তো একটি সেবক জামাত। একটি নিঃস্বার্থ সেবক, একটি ক্লান্তিহীন সেবক জমাত, এটা এ নীতির ওপর সদা কর্মরত- ভালবাসা সবার তরে। ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে। অতএব এ জামাত নিজের সব

কিছু বিশ্বকে দিয়েছে। খোদা যেসব পুরস্কার দিয়েছেন এর সবটাই মানবমন্ডলীর সেবায় উৎসর্গ করে রেখেছে।

আহমদীয়তের ইতিহাস এর ওপর সাক্ষী। যখনই সেবার কোন ক্ষেত্র দৃষ্টিতে এসেছে জামাতে আহমদীয়ার নির্ভীক সেবকগণ সদা নিঃস্বার্থ সেবার আবেগ নিয়ে, ধর্ম জাতি নির্বিশেষে সে ক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়েছে। জামাতের সংখ্যা স্বল্প। আর সম্পদও সীমাবদ্ধ। আর্থিক ক্ষেত্রে জামাত কোন সরকারের কখনও সাহায্য নেয় না। আর এর প্রত্যাশীও নয়। তাদের সারা মূলধন তো তাদের সেই চাঁদা যা জামাতের সেই উৎসর্গীকৃত সদস্যগণ বড়ই পরিশ্রমে অর্জিত আয় থেকে নিজেদের পেট কেটে, নিজেদের প্রয়োজনকে কাটছাটি করে জামাতের ঝুলিতে ভরে দেন। এ স্বল্প সম্পদ সত্ত্বেও জনসেবার ক্ষেত্রে সব জায়গায় এ জামাতকেই রাত দিন কর্মচঞ্চল পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ ও খরার পরীক্ষা আসুক, গুজরাতের ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন দেখা দিক, পাকিস্তানে প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, জাপানের মত উন্নত রাষ্ট্র ভূমিকম্পে আক্রান্ত বাস্তহারা লোকদের খাবার পৌঁছানোর সুযোগ আসুক, (এবং সুনামী প্রপীড়িত ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক অনুবাদক) জামাতে আহমদীয়ার স্বেচ্ছাসেবীগণকে সেবার ঝান্ডা সমুন্নত করে অবনত মস্তকে সেবায় নিয়োজিত দেখা যায়। জামাতের আন্তর্জাতিক Humanity First সেবা কোন স্থানে পিপাসার্ত লোকদের স্বচ্ছ পানি সরবরাহ করছে, কোথাও অন্ধ লোকদের দৃষ্টিশক্তি উপহার দিচ্ছে। যাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে দেয়া হচ্ছে তাদের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরবরাহ করছে। গৃহহীনদের ঘর বানিয়ে দিচ্ছে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে অভুক্ত লোকদের খাবার ও শিশুদের দুধ সরবরাহ করছে। এ গোটা সেবা কেবল মাত্র নাম কেনার জন্যে করছে না বা পার্থিব কোন পুরস্কারের আশায় করছে না। কেবলমাত্র ঐশী সন্তুষ্টির খাতিরে করছে। কেননা, এটাই ইসলামী শিক্ষা এবং এটাই আহমদীদের প্রতীক।

জামাতে আহমদীয়া একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জামাত। এর উদ্দেশ্য সারা বিশ্ববাসীকে খোদার প্রতি আহ্বান করা। ইসলামের বাণী পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছানো এবং মানব সন্তানের মাঝে একটি পবিত্র বিপ্লব সৃষ্টি করা। এ মহান উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সাথে জামাত নিজের সীমবদ্ধ সম্পদ নিয়ে যতটা সম্ভব মানব সন্তানের শিক্ষাগত, সামাজিক ও দৈহিক কল্যাণ ও সফলতার লক্ষ্যে রাতদিন কর্মতৎপর থাকে যেন এটাও ইসলাম ধর্মের একটি অংশ আর খোদার দৃষ্টিতে পসন্দনীয়। পৃথিবীর সেসব দেশ যেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে ঘাটতি ও কম্‌তি রয়েছে সেসব দেশে সেবা করছে জামাতে আহমদীয়া। এসব ক্ষেত্রে

সেবার ঝান্ডা বছরের পর বছর উড্ডীন রেখেছে আর ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানব সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার আবেগের সাথে সত্যিকারের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

পরিসংখ্যানের দিক থেকে যতটা সম্পর্ক, বর্তমানে বিশ্বের ১৭৭টি(বর্তমানে ১৮১টি অনুবাদক)রাষ্ট্রে জামাত স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ১৩, ২৯১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিতরণের সাথে সাথে এখন জামাতের পক্ষ থেকে উন্নতিশীল দেশে ৩৭৩ টি স্কুল, ৫৬ টি কলেজ চলছে। এগুলো অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানালোক ছড়াচ্ছে। এভাবে ৩৬টি হাসপাতাল চলছে। এগুলোতে গরীবদের বিনা পয়সার চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সেবার ক্ষেত্রে আরও একটি মহান সেবা যা জামাতে আহমদীয়া বিশেষভাবে চতুর্থ খিলাফতকালে দিয়ে যাচ্ছে তা হলো হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে সারা বিশ্বে এ কল্যাণজনক ও প্রভাবিত মাধ্যমে চিকিৎসার জ্ঞানকে সবার নিকট পৌছে দেয়া। এ সফলতার মুকুটটি ছিলো হযরত খলীফাতুল মসীহে রাবে' (রাহেঃ)-এর প্রাপ্য। তিনি দিনরাত একাকার করে এ প্রসঙ্গে বক্তৃতাও দিয়েছেন, পুস্তক প্রণয়ন করেছেন আর কার্যত সারা বিশ্বে এবং বিশেষ করে গরীব দেশগুলোতে হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারীর জাল বিছিয়ে দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৫৫ টি দেশে ৬৩২ টি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গবীর ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের জন্যে অসাধারণ কার্যকরী প্রভাবের মাধ্যমে চিকিৎসা খুবই ব্যাপকতর ও সস্তায় সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যেক আহমদী ঘর একটি আরোগ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এর কল্যাণ কেবল আহমদীদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং সারা বিশ্বে পৌছে যাচ্ছে।

এ মহান কৃতিত্ব নিঃস্বার্থ মানব সেবার এ সোনালী দৃষ্টান্ত **লা নুরীদু মিনকুম জাযায়ান ওয়া লা শুকূরান** অর্থাৎ আমরা তোমাদের কাছে কোন পুরস্কার এবং কৃতজ্ঞতার প্রার্থী নই (সূরা আদ্‌দাহ্‌র ঃ ১০) -এর জীবন্ত ব্যাখ্যা। আর এসব লোকদের জন্যে এটা একটি উত্তর যারা জিজ্ঞেস করে, আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে?

এম.টি. এ (ইন্টারন্যাশনাল)

এ প্রশ্নের আরো একটি উত্তর এই, আহমদীয়ত বিশ্বকে বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যম এম.টি. এ দিয়েছে। এটাই সারা বিশ্বে প্রকৃত ইসলামের একক আহ্বান। একটি সময় এমন ছিল সারা বিশ্বে জামাতের কাছে নিজস্ব কোন প্রচার ব্যবস্থাপনা

ছিলো না। টিভিও ছিল না। আর রেডিও ছিল না। কোন রেডিওতে কয়েক মিনিট সময় নেয়া মুস্কিলের বিষয় ছিলো। জামাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, কোনভাবে বিশ্বের কোন এক দেশে ছোট দেশই হোক না কেন বিশ্বের কোন এক কোণে কোন প্রকারের ছোট একটি রেডিও স্থাপন করা যেতো তাহলে এর মাধ্যমে আমরা আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে পৌছাতে পারতাম। আর বিশ্বকে বলতে পারতাম, যে মাহ্দীর আসার কথা ছিলো, যে প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর আগমনের খবর দেয়া হয়েছিলো তিনি এসে গেছেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্য পূরণে কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। পরে এ সময় এসে গেলো যেন আল্লাহ্তাআলা 'ছাপ্পর ফেড়ে' এম. টি. এর এ মহান বিশ্বজনীন উপহার, বলা যায় কতকটা আকস্মিকভাবে, যুগিয়ে দিলেন অথচ কেউই এটা আশা করতে পারে নি। এ পুরস্কারের যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হোক না কেন তা কমই হবে। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছিলেনঃ

"ইসমাউ সাওতিস্ সামায়ি জায়াল মসীহ জায়াল মসীহ্ অর্থাৎ আকাশের আহ্বান শোন। এ ঘোষণা দিচ্ছে, মসীহ্ এসেছেন! মসীহ্ এর আবির্ভাব হয়ে গেছে। তাঁর এ ঘোষণা সেসব ঐশী নিদর্শনাবলীর প্রসঙ্গে ছিলো যা একের পর এক প্রকাশিত হয়ে তাঁর (আঃ) সত্যতার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু দেখো সেই খোদায়ে যুলমিনান (অনেক অনুগ্রহশীল) কিভাবে এ কথা শব্দে এবং অর্থেও সত্য প্রতিপন্ন করে দেখিয়েছেন। আজ সারা ইসলামী বিশ্বে কেবল এক জামাতে আহমদীয়ারই নিজেদের একটি স্থায়ী টেলিভিশন স্টেশন রয়েছে। এটা অহোরাত্র বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়তের বাণী প্রচার করছে। আজ পৃথিবীতে কোন এমন একটি স্থানও নেই যেখানে তৌহীদের এ আহ্বানকারীর কথা শুনা যায় না। আজ বিশ্বে অন্য কোন ধর্মের এমন সম্প্রচার কেন্দ্র নেই যার শব্দ সারা বিশ্বে শুনা যায়! কিন্তু খোদার হাতে প্রতিষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়ার এ টেলিভিশন এমন যে, বিশ্বের সবস্থানে এটি শুনা যাচ্ছে। আর শহরে শহরে প্রত্যেক জনবসতিতে তৌহীদের আহ্বান শুনানো হচ্ছে এটা রহমান খোদার দয়া। লোকেরা জিজ্ঞেস করে, আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? আমি বলি, হে বিশ্ববাসী! হে দ্বীপবাসীগণ! হে জঙ্গলের বাসিন্দারা! উঠো আর নিজেদের টেলিভিশন on করে এ ঐশী আহ্বান শুন। তোমাদের ঘরে পৌছেছে আর তোমাদের এই খোদার দিকে আহ্বান করছে যাঁকে তোমরা ভুলে বসেছিলে। শুন, সেই যুগের মসীহের ডাক শুন। তিনি তোমাদের সরওয়ারে দু'আলম হযরত

মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বাণী দিচ্ছেন। অবশ্য এটা সেই বাণীই যা এক যুগে কাদিয়ান থেকে উচ্চকিত হয়েছিলো আর এখন দেখোঃ

গর নেহিঁ আরশে মোয়াল্লা সে ইয়ে টকরাতি তো ফের,

সব জাহাঁমে গুঁজাতি হ্যা কিঁউ সদায়ে কাদিয়াঁ?

আরশে মুআল্লা থেকে যদি এ সংঘর্ষ না-ই করবে তাহলে পরে সারা বিশ্বে কেন রব তুলেছে কাদিয়ানের ধ্বনি?

কী জাঁকজমকের সাথে এর চিত্তাকর্ষক ধ্বনি এবং এর প্রতিধ্বনি সারা বিশ্বে শুনানো হচ্ছে!

আহমদীয়ত এমটিএ-এর মাধ্যমে ইসলামকে একটি ভাষা দান করেছে। আহমদীয়ত বিশ্বকে একটি বাণী দিয়েছে। এটা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে সুশীল আত্মার লোকগুলোর প্রাণ ইসলামের জন্যে জিতে নিচ্ছে। বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এ বাণী অন্তরের কপাটগুলোতে খট খটাচ্ছে। প্রচন্ড বিরোধী মৌলভী সাহেবানও কপাট বন্ধ করে এ ধ্বনি শুনছেন। কিন্তু আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে, হয়তো তাদের আত্মা মরে যাওয়ার কারণে তাদের পাষাণ হৃদয়ে সত্যের প্রভাব হয় না বা চাকুরী বা রুজী রোজগারের বিষয়টি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এটা একটা তাৎপর্য যে, আজ এমটি, এ ইসলামের পক্ষে একটি শক্তিশালী আহ্বানে পরিণত হয়ে চলেছে। আর ভিতরে ভিতরে একটি মহান বিপ্লব সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। এর সুফল অধিক থেকে অধিকতর জ্যোতির্ময় হয়ে চলেছে।

আর্থিক কুরবানী

ধর্মের প্রয়োজনের খাতিরে নিজের ধনসম্পদ খোদার কাজে ব্যয় করা ঈমানের একটি চিহ্ন। এটা মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন। এটাও একটি সত্য যে, পরিশ্রমের মাধ্যমে রোজগারকৃত ধনদৌলত ব্যয় করা কোন সহজ কথা নয়। যতক্ষণ আল্লাহ্তাআলা মনের সুখ এবং হৃদয়ের প্রশান্তি না দেন এ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ কোন সহজ কথা নয়। এ কারণেই আজ বিশ্বে জামাতে আহমদীয়ার মত অন্য মুসলমান সমাজে সুশৃঙ্খল, স্থায়ী ও ধারাবাহিক আর্থিক কুরবানীর এক জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিতে আসে না।

জামাতে আহমদীয়ার ওপর আল্লাহ্তাআলার এ মহান দয়া। তিনি আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর এমন উৎসাহ যোগালেন, তারা পরিপূর্ণ উদ্যোগে

প্রাণ খুলে পুণ্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে মু'মিনদের ন্যায় প্রতিযোগিতা করে এমন আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যে, জড় পূজারী লোকেরা এর চিন্তাও করতে পারে না। জড়বাদিতার এ যুগে এমনভাবে কুরবানী করা কেবল আহমদী জগতে পরিদৃষ্ট হয়। এটা হলো সেই মহান আবেগ ও অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত যা জামাতে আহমদীয়া বিশ্বকে দিয়েছে!

সত্য কথা তো এই, আহমদীরা প্রাথমিক যুগের সাহাবা কেরামের দৃষ্টান্ত জীবিত করে দিয়েছে। হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রাঃ) নিজের সমস্ত ধনসম্পদ দান করে সিদ্দিকীয়তের দৃষ্টান্ত জীবিত করেন। ডাঃ খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেব (রাঃ) নিজের আর্থিক কুরবানীতে খুবই অগ্রসর হয়েছিলেন হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) তাঁকে লিখিত দেন, আপনি জামাতের জন্যে এতটা আর্থিক কুরবানী করেছেন যে, ভবিষ্যতে আপনার কুরবানীর প্রয়োজন নেই (আল্ ফযল, কাদিয়ান, ১ জানুয়ারী, ১৯২৭)।

মিয়াঁ শাদী খান সাহেব সিয়ালকোটি (রাঃ) নিজের ঘরের সব মালপত্র বিক্রি করে সব টাকা চাঁদা হিসেবে উপস্থাপন করে দেন। হযরত মসীহে পাক (আঃ) বলেন, আপনি তো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যখন তিনি এটা শুনলেন তখন ঘরে আসলেন এবং ঘরে যে চৌকিগুলো ছিলো সেগুলোও বিক্রি করে দিলেন। আর সব অর্থ হুযূর (আঃ) -এর খেদমতে উপস্থাপন করে দিলেন (মকতুবাতে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড , নং ৫, পৃষ্ঠা ১৪২, ১৪৩, এ ছাড়াও আল্ ফযল, কাদিয়ান, ২৬ জানুয়ারী, ১৯২০)।

বাবু ফকীর আলী সাহেব (রাঃ)-এর নিকট চাঁদা আদায়কারী এলেন। নগদ অর্থ না থাকায় ঘরে যে কিছু আটা মজুদ ছিলো তা-ই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিলেন এবং রাতে ক্ষুধার্ত থেকে গেলেন। নাম ধাম প্রকাশের উদাসীনতার জগতে যে এক কোটি টাকা চুপে চুপে যুগখলীফাকে দিলেন আর আবেদন করলেন, কাউকে এটা বলবেন না। জামাতী যে পুণ্য কাজে চান লাগান। ধনী এ আবেগে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দিয়ে দেয় যে, এসব খোদারই দান। তাঁর পথে ব্যয় করার সৌভাগ্য পাওয়া গেলো, এটা তো খোদারই অনুগ্রহ। গরিবও এ ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকার নয়। শিশুদের প্রয়োজন উপেক্ষা করে অভুক্ত রেখে এক একটি পয়সা যোগার করে দেয়ার উদাহরণ আহমদীয়তের ইতিহাসে ভরপুর।

পুরুষরা মহিলাদের আগে বেড়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত থাকে। আবার মহিলারা পুরুষদের পেছনে ফেলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। মসজিদ নির্মাণের সুযোগ আসার অপেক্ষায় যেভাবে পুরুষেরা পকেট খালি করে দেয় সেভাবে মহিলাদের

নিজেদের প্রিয় গহণাদি এভাবে ছুঁড়ে দিতে দেখা যায় যেমন এসব মূল্যবান অলঙ্কারাদির কানাকড়িও মূল্য নেই। লন্ডনের মসজিদে ফযল হোক বা মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্, মসজিদ বায়তুল ইসলাম হোক বা মসজিদ বায়তুর রহমান, পৃথিবীর যে কোন মসজিদ নির্মাণের সুযোগ এলেই মহিলাদের পক্ষ থেকে মুষলধারে অলঙ্কারাদির বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখা যায়।

কাদিয়ানের এক দরবেশের প্রেমপূর্ণ কুরবানী এমন, আত্মার ওপর উম্মত্ততার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। শামসুদ্দীন সাহেব (রাঃ) দরবেশ দৈহিকভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন। সবসময় একটি ছোট্ট কামরায় পড়ে থাকতেন। ১৯০৫ সনে ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হলো। ১৯১৯ সনে তিনি এর অন্তর্ভুক্ত হলেন। তিনি পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী সত্ত্বেও তাঁর বেপরওয়া ও আত্মবিগলনের দৃষ্টান্ত দেখুন। তিনি ১৯৯১ সন থেকে ওসীয়্যতের চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। আর কেবল সারা জীবনই আদায় করেন নি বরং ভবিষ্যত বছরগুলোর জন্যে চাঁদা দিতে থাকেন এবং ১৯৯০ সন পর্যন্ত চাঁদা আদায় করে দেন। অথচ তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো ১৯৫০ সনে। তিনি যদিও ইঙ্গিতে কথা বলতেন, হায়! আমি যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় প্রাথমিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম, হায়! আমি ১৯৯০ সন পর্যন্ত যদি জীবিত থেকে ইসলামের সেবা করে চলে যেতে পারতাম! কুরবানীর এমন দৃষ্টান্তবিহীন আবেগ এমন এক ব্যক্তির যিনি ছিলেন প্রতিবন্ধী। চলাফেরাও করতে পারতেন না। এপাশওপাশ করতে পারতেন না। তোতলিয়ে কথা বলতেন। কিন্তু এ আত্মবিলীনকারী আত্মা কত গতিসম্পন্ন ও কুরবানীর আবেগে ভরপুর ছিলো! (ওহ্ ফুল জো মুর্ঝা গায়ে, চৌধুরী ফয়েজ আহমদ গুজরাতি, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০-৬২)।

কাদিয়ানের প্রাথমিক যুগে কথা। দ্বিতীয় খিলাফতের সময় এক গরীব মহিলার কুরবানীর ঘটনা আমরণ সম্মানিত মা অনেকবার শুনিয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) আর্থিক কুরবানীর তাহ্রীক করেছিলেন। আর এ গরীব ও অবুঝ মহিলা এ কথায় অস্থির হচ্ছিলেন এইভাবে, ধনীরা তো কুরবানী করছেন অথচ আমি এথেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। অতি অস্থিরতার সাথে উঠে ঘরে এলেন। ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে আগেই চাঁদা দিয়ে দিয়েছিলেন। উঠোনে মুরগী দৃষ্টিতে পড়লো। সেটা নিয়েই হুযূর (রাঃ)-এর সামনে উপস্থাপন করে দিলেন। আবার দ্রুততার সাথে ঘরে গেলেন। ২/৩ টি ডিম নিয়ে আসলেন। কুরবানীর প্রেরণা এত বেশি ছিলো যে, আরামে বসে থাকাও কষ্টসাধ্য ছিলো। এদিকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর খুতবা অব্যাহত ছিলো। সেই মহিলা

উঠে এলেন। ঘরের এদিকসেদিক তাকাতে থাকলেন কিছু পাওয়া গেলে তা-ও উপস্থাপন করে দেবেন। স্বামী একখানা ভাঙ্গা চৌকিতে শুয়েছিলেন। তিনি বল্লেন, তুমি কী খুঁজছো? ঘরে তো কিছুই ছিলো না। খোদার পথে কুরবানী করার জন্যে কসম খেয়ে বসেছিলেন। খুব রাগ করে বললেন, চুপ করে বসে থাকো, আমার ক্ষমতা থাকলে আমি তোমাকে বিক্রি করেও চাঁদা দিয়ে দিতাম।

এসবই সেই প্রকৃত আবেগ। জামাতে আহমদীয়ার প্রত্যেক নর ও নারীর বৈশিষ্ট্য এটাই। আর এসব সেই কুরবানীর আবেগ। এ দৃষ্টান্তই জামাতে আহমদীয়া বিশ্বকে দিয়েছে!

সন্তানসন্ততির কুরবানী

সন্তানসন্ততিকে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করা সহজ কথা নয়। এর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সে-ই জানতে পারে, যে এ পথ অতিক্রম করেছে। একজন মায়ের জন্যে এর চেয়ে অধিক কুরবানী চিন্তা করা যেতে পারে না। সে নিজের কলিজার টুকরো মৃত্যুর মুখে নির্বিঘ্নে উপস্থাপন করে দেয়। আহমদীয়তের ইতিহাস সাক্ষ্য। আহমদী মায়েরা এক্ষেত্রে সেই দৃষ্টান্ত বিশ্বকে দিয়েছে। বিশ্বের ইতিহাস এ সম্বন্ধে অবহিত নয়। এমন মা-ও রয়েছেন নিজেদের এক, দুই, তিন নয় বরং চার চারটি পুত্রই খোদার পথে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। কাঁদতে কাঁদতে নয়, হাসতে হাসতে, উৎফুল্ল চিত্তে আর আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদা ও কৃতজ্ঞতা করতে করতে। গুজরাঁওয়ালার এ বীরাঙ্গনা মাকে ইতিহাস কি করে ভুলতে পারে! তিনি আশ্চর্য মর্যাদার সাথে নিজ সন্তানদের শাহাদতের জন্যে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। সে দিন এ অনুমানের ভিত্তিতে যে, আজ শাহাদতের সেই সময় উপস্থিত। এ ব্যঘ্র-হৃদয়সম্পন্ন মা নির্ভয়ে কাঁদাকাঁটি না করে নিজের কলিজার টুকরোকে গোসল করিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় পরাতে ব্যস্ত ছিলেন। শাহাদতের সময় যদি এসে যায় তাহলে এ সুন্দর নিষ্পাপ শিশু নিজ প্রভুর সন্নিধানে যেন উপস্থিত হতে এক মু'মিনরূপ সাজে সজ্জিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় খিলাফতের সময় একবার মাতৃভূমির প্রতিরক্ষাকল্পে যুবকদের প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আহমদী যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার তাহরীক করেন। অবস্থা এ রকম ছিলো এসব দিনে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার শামেল ছিল। এক স্থানে যখন এ সংবাদ পৌছানো হলো তখন তরিৎ গতিতে নীরবতা ছেয়ে গেলো। কোন যুবক

নাম লেখানোর জন্যে এগিয়ে এলো না। সেখানে এক বিধবা মহিলা বসেছিলেন। এ বেচারীর একটি মাত্র ছেলে। ভবিষ্যতে সন্তান জন্ম দেয়ারও কোন সুযোগ ছিলো না। যুগখলীফার তাহ্‌রীক শুনে খোদার বাঁদী আবেগাপ্লুত হলেন। খোদা ও রসুল (সঃ)-এর নামে, যুগ খলীফার পক্ষ থেকে কুরবানীর তাহ্‌রীক। এরা সবাই নীরব! এ বাঘিনী নিজ পুত্রকে সম্বোধন করে বল্লেন,

'হে আমার ছেলে অমুক! তুমি বলছো না যে, তুমি কি শুন নি যুগখলীফা আহমদী যুবকদের ডাকলেন?'

সৌভাগ্যবান পুত্র অমনি নিজের নাম লিখিয়ে দিলেন। কেউ আমাদের দেখিয়ে দিক। অন্য বিশ্বের কোথায় এমন মা রয়েছেন, যিনি ধর্মের সেবার জন্যে নিজের কলিজার টুকরো এভাবে উপস্থাপন করেন। এ বৈশিষ্ট্য কেবল আহমদী মায়েদের রয়েছে। এরা ধর্মের সেবার খাতিরে নিজের সব কিছু প্রভুর খেদমতে উপস্থাপন করার প্রকৃত অঙ্গীকার করেন। আর সময় আসলে এ অঙ্গীকার পুরো করে দেখান। এ বিধবা মহিলা যে তেজদীপ্ত আবেগে নিজের একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার জন্যে পেশ করলেন, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) যখন এ ঘটনা শুনলেন তখন দোয়া করলেনঃ

'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ বিধবা নারী নিজের একমাত্র পুত্রকে তোমার ধর্মের সেবার জন্যে বা মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্যে পেশ করছেন। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ বিধবা মহিলার চেয়ে অধিক কুরবানী করা আমার অবশ্য কর্তব্য। আমিও তোমার কাছে তোমার প্রতাপের দোহাই দিয়ে এ দোয়া করছি, মানবীয় কুরবানীর প্রয়োজন হলে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তার পুত্র নয় আমার পুত্র যেন মারা যায়' (তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৪, প্রথম মুদ্রণ ১৯৭২)।

কুরবানীর ব্যাপক ক্ষেত্র

জামাতে আহমদীয়া সারা বিশ্বে একটি মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের নিশানবাহী আন্দোলন। ইতিহাস সাক্ষী। মানবের সংশোধনের খাতিরে যত আন্দোলন হয়েছে একে সবসময় কুরবানী করতে ও ধৈর্যের পরীক্ষার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে।

আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর (সঃ) নিবেদিত প্রাণ সাহাবাগণ (রাঃ) এক্ষেত্রে যে আদর্শ দৃষ্টান্ত

স্থাপন করে গেছেন এ দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে আহমদীয়া জামাত এ যুগে পুনরায় জীবিত করে দেখিয়েছে।

কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ সবচে' মহান কুরবানী। জীবনরূপ সম্পদ প্রতিটি মানুষের কেবল একবারই লাভ হয়ে থাকে। আর এটা তার সবচে' প্রিয় জিনিস। এর কুরবানী কুরবানীর সেরা। জামাতে আহমদীয়ার এ বৈশিষ্ট্য লাভ হয়েছে, এক্ষেত্রেও এটা সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ জীবিত করে দেখিয়েছে আর বাস্তবেও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আখারীন বা অন্য মু'মিনদের যুগে সাহাবাদের মসীল ও সদৃশ এ জামাতই।

প্রাণোৎসর্গের কথা এলেই মাথায় প্রথমে হযরত মিয়াঁ আবদুর রহমান সাহেব (রাঃ)-এর নাম আসে। তাঁর আহমদীয়ত গ্রহণ করার কারণে আফগানিস্তানে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। মরহুমের গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে খুবই নিদারুণভাবে তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়। তিনি আহমদীয়তের প্রথম শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর পর হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রাঃ) অসাধারণভাবে স্থৈর্য ও মর্যাদার সাথে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এ উভয় বুযুর্গের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর পবিত্র হাতে লিখেছেন আর বলেছেন,

'হে আব্দুল লতীফ! তোমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ। তুমি আমার জীবদ্দশায়ই তোমার সত্যবাদিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছো' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, খন্ড ২০, তাযকিরাতুশ শাহাদাতায়ন, পৃষ্ঠা ৬০)।

হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ (রাঃ) জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও খোদাভীতির কারণে কাবুলের ভূমিতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হাজার হাজার লোক তাঁর অনুসারী ছিল। তিনি রাজ্যের বাহু ছিলেন। কাবুলের আলেমদের মাঝে দিবাকরের মত তিনি বিরাজ করতেন। তিনি যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা বুঝেশুনে গ্রহণ করলেন এবং আফগানিস্তানে ফেরত গেলেন তখন তাঁকে এ অপরাধে গ্রেফতার করা হলো। ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের কষ্ট ভোগ করেন। জেলে ১মন ২৪ সের ওজনের শিকলে তাঁকে বাঁধা হলো। পায়ে ৮ সের ওজনের বেড়ি পড়ানো হলো। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার জায়গীরের মালিক ছিলেন এবং আরাম আয়েশে লালিতপালিত হয়েছিলেন। এসব দুঃখকষ্ট খুবই স্থৈর্যের সাথে সহ্য করেন। আমীর তাঁকে বারবার আহমদীয়ত পরিত্যাগ করার জন্য প্রলুব্ধ করেন। সম্মানের সাথে মুক্তি ও পুরস্কার এবং মর্যাদা দানের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু কোন লালসা ও কোন অঙ্গীকার তাঁর স্থৈর্যকে সামান্যও টলাতে পারে নি। তিনি ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়।

প্রত্যেক বারেই তাঁর জবাব এটাই ছিলো, 'আমি ঈমানের ওপর পৃথিবীকে প্রাধান্য দিই আমার কাছে এমনটি আশা করো না। যাঁকে আমি নিজে সনাক্ত করেছি এবং সব রকমের প্রশান্তি লাভ করেছি আর তাঁকে মৃত্যু ভয়ে অস্বীকার করবো এটা কি করে হতে পারে? এ অস্বীকার আমায় দিয়ে হবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কয়েক দিনের জীবনের জন্যে আমাকে দিয়ে এই বেঈমানী হবে না। আমি প্রমাণিত সত্যকে ছেড়ে দেই কীভাবে? আমি জীবন দিতে প্রস্তুত। আর সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি, সত্য আমার সাথী হবে'। (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়েন, পৃষ্ঠা ৫২)। পরিশেষে সে দিন এসে গেলো।

আজ থেকে ঠিক একশ' বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৪ জুলাই, ১৯০৩ যখন এ বুযুর্গ ও খোদার শ্রেষ্ঠ পুরুষের ওপর কুফরী ফতওয়া লাগিয়ে দেয়া হলো। নাকে ছিদ্র করে রশি ঢুকিয়ে দেয়া হলো। এভাবে একটি পশুর ন্যায় টেনে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। কত ব্যথাপূর্ণ দৃশ্য ছিল! জালেমরা এ নিষ্পাপ মানুষটির ওপর সব দিক থেকে গালিগালাজ করতে লাগলো এবং অভিশাপ বর্ষণ করতে লাগলো। ফিরিশ্তারা তখন আকাশ থেকে এ বুযুর্গ মানুষটির স্থৈর্য ও মাহাত্ম্যের ওপর স্বাগতম স্বাগতম বলতে ছিলেন। তিনি এমনই সুদৃঢ় পাহাড়সদৃশ ছিলেন কোন লালসা বা ভয় তাঁকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি। জালেমরা এ নিষ্পাপ মানুষটিকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে দিলো। পরে সবদিক থেকে পাথর বর্ষিত হতে লাগলো। দেখতে দেখতে এ পবিত্র পুরুষ পাথরের স্তরের নীচে চাপা পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শহীদ মরহুম শাহাদতের পেয়ালা পান করে অনন্ত জীবন লাভ করলেন। কিভাবে ঈমান ও সত্যের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় নিজের প্রাণ দিয়ে সাহস ও স্থৈর্যের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

শাহাদতের যে প্রদীপ শহীদ মরহুম জ্বালিয়ে গেলেন তা আহমদীয়তের ইতিহাসের প্রত্যেক পর্যায় আলোকিত করছে। আজ পর্যন্ত ২১০ এর বেশি এমন পবিত্র সত্তা এ পথে চলে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন। আকাশে আহমদীয়তের তারকারাজিসদৃশ এ সৌভাগ্যবান জীবিত লোক রয়েছে যাঁরা আহমদীয়তের সত্যতার ওপর নিজেদের পবিত্র রক্ত দিয়ে মোহরাঙ্কিত করে গেছেন এবং অনন্ত জীবন লাভের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন।

শাহাদতের মর্যাদাপ্রাপ্তদের সাথে সাথে আসীরানে রাহে মাওলা (আল্লাহ্র পথে বন্দীগণ) ও এ পবিত্র পথের যাত্রী। এ পথে বন্দীদের স্থৈর্যও একটি কারামাত (অলৌকিক কর্ম)। একটি মহান নিদর্শন আর আহমদীয়তের সত্যতার প্রমাণ। এসব নিষ্পাপ লোকদের খুবই নির্মমভাবে বন্দী বানানো হয়। কিন্তু

খোদার এ বান্দারা হাত কড়াকে চুম্বন করেন আর ভাবেন, আল্লাহ্‌র পথে তাদের কষ্ট সহ্য করার সৌভাগ্যই লাভ হয়েছে। আল্লাহ্‌র পথে ধৈর্য ও স্থৈর্য প্রদর্শনকারী এবং যুলুম নির্যাতনে হাসি মুখের অধিকারী বুদ্ধিমান লোক আহমদীয়ত ছাড়া কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

ইসলামের তবলীগের উদ্দীপনা ও কুরবানী

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের একজন সাহাবী মৌলভী ফতেহ দীন ধরমকোটি সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকতাম। কয়েকবার রাতেও হুযূর (আঃ)এর কাছে অবস্থান করতাম। একবার আমি দেখলাম, আধারাত আসার কাছাকাছি সময়ে হযরত সাহেব অনেক বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। এক কোণ থেকে অন্য কোণে ছটফট করে পায়চারি করছেন। মায়েরা যেভাবে অস্থির হয়ে ছটফট করে বা কোন রোগী প্রচন্ড ব্যথায় ছটফট করতে থাকে। আমি এ অবস্থা দেখে খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। অনেক চিন্তিত হলাম। আমার মনে এক ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হলো। আমি অস্থিরতার অবস্থায়ই শুয়ে থাকলাম।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সেই অবস্থা দূর হতে লাগলো। সকালে হুযূর (আঃ)–এর কাছে এসে এর উল্লেখ করলাম। রাতে আমি এ ধরনের দৃশ্য দেখেছি। হুযূরের কি কোন কষ্ট হচ্ছিলো বা পেটে ব্যথা বা এ ধরনের কোন কষ্ট ছিলো?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বল্লেন ঃ

'মিয়াঁ ফতেহ্ দীন, তুমি কি সেসময় জেগে ছিলে? আসল কথা এই, আমাদের ইসলামের অভিযানের কথা যখন স্মরণে এলে আর ইসলামের ওপর যে বিপদআপদ আসছে এর কথা মনে হল তখন আমাদের মন বেশি অস্থির হয়ে যায়। এটা ইসলামের জন্যেই দরদ। এটা আমাদের বিচলিত করে ফেলে' (সীরাতুল মাহ্দী, কাদিয়ানে মুদ্রিত ১৯৩৯, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯)।

সেই বরকতপূর্ণ সত্তার এ অবস্থা ছিল। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। দিন রাত ইসলামের সেবায় কাটিয়ে দেয়া সত্ত্বেও রাতে এ রকম অস্থির অবস্থায় কাটাতেন। তিনি বলেছেন,

'আমাদের ক্ষমতা হলে আমরা ভিক্ষুকের মত ঘরে ঘরে গিয়ে খোদাতাআলার প্রকৃত ধর্মের প্রচার করি আর পৃথিবী ছেয়ে আছে এমন ধ্বংসকারী শিরক ও কুফরী থেকে লোকদের রক্ষা করি। খোদা যদি আমাদের ইংরেজী ভাষা শিখিয়ে

দেন তাহলে আমরা স্বয়ং ঘুরে ঘুরে এবং সফর করে তবলীগ করি আর এর তবলীগে জীবন পাত করি। অবশেষে এ পথে মারাই যাই না কেন" (মলফূযাত, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, ৩য় খন্ড, ২৯১-২৯২ পৃষ্ঠা)।

তাঁর (আঃ) গোটা জীবন এ আবেগ অনুযায়ীই কেটে গেছে। তিনি ইসলামের সেবার প্রত্যেক পথে পদচারণা করে ইসলামের তবলীগের প্রতিটি পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং সবচে' অধিক এ আবেগ ও উদ্দীপনাই নিজ জামাতেও এমনভাবে সৃষ্টি করে গেছেন যেন ধর্মের সেবার উদ্দীপনাই জামাতের পরিচিতিতে পরিণত হয়ে গেছে। আহরারী চিন্তাবিদ চৌধুরী আফযল হক সাহেব জামাতে আহমদীয়ার ইসলাম প্রচারের উদ্দীপনা ও তবলীগের চেষ্টাপ্রচেষ্টার ব্যাপারে লিখেছেনঃ

'মুসলমনাদের অন্যান্য ফিরকার মাঝে তো কোন জামাত তবলীগের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হতে পারেনি অবশ্য মুসলমানদের অসফলতায় ব্যথিত হয়ে একটি হৃদয় দূরে দাঁড়িয়েছে, ছোট একটি জামাত নিজের চারিদিকে একত্র করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে এগিয়ে আসছে..... নিজেদের জামাতে তারা প্রচারের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে চলেছে। এটা কেবল মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকার জন্যে অনুকরণীয় নয় বরং বিশ্বের সকল প্রচারক দলের জন্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ।' (ফিতনা ইরতিদাদ আওর পলিটিকাল কুলাবাজিয়াঁ, প্রণেতা চৌধুরী আফযল হক, মুদ্রিত কো অপরেটিভ স্টিম প্রেসে মুদ্রিত ওয়াতন বিল্ডিং, লাহোর, পৃষ্ঠা ৪৬)।

এ প্রচারণার উদ্দীপনা সম্বন্ধে অন্যরাও অবহিত। আসলে এটা জামাতে আহমদীয়ার বিরল বৈশিষ্ট্য। জামাতে আহমদীয়া যে ব্যাপকতা, জাঁকজমক, স্থায়িত্ব ও সফলতার সাথে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র অভিযান সারা বিশ্বে চালু রেখেছে এর দৃষ্টান্ত কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। ইসলামের তবলীগের আবেগ এ জামাতের স্বভাবে নিহিত। আর প্রতিটি অন্তরে এর উদ্দীপনা ও ভালবাসা অনুভব করা যায়। এটা সেই মহান ঈমানের সম্পদ। এটাই আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। ধর্মের সেবা ও ইসলামের প্রচারের বিরল আবেগ-এর দৃষ্টান্ত আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে।

সারা বিশ্বে ইসলামের তবলীগ করা কোন পুতুল খেলা নয়। এ পথে প্রাণ, ধন, সময়, সম্মান ও আরামআয়েশ সবকিছুর কুরবানী দিতে হয়। আর জামাতে আহমদীয়ার এটা সৌভাগ্য। একে খোদাতাআলা প্রত্যেক যুগে এমন নিষ্ঠাবানদের দান করেছেন, যারা এ কল্যাণমন্ডিত পথে চলার এমন সংকল্প নিয়ে ঐকান্তিকতার সাথে এগিয়ে এসেছে আর নিজেদের জীবন যুগখলীফার সমীপে উপস্থাপন করে দিয়েছে। জীবন উৎসর্গীকৃতদের এ সৌভাগ্যবান দল তাদের নিঃস্বার্থ কুরবানী ও দিন রাতের পরিশ্রমে কুফরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায়

ইসলামের প্রদীপ জ্বালিয়েছে। ইসলামের সাহসী বীরেরা, প্রচন্ড রোদে, ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত অবস্থায় পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে গিয়ে এক-অদ্বিতীয় খোদার বাণী পৌঁছিয়েছে। আফ্রিকার বনে জঙ্গলে গাছের পাতা খেয়ে দিন কাটিয়েছে। শত্রুদের হাতে মার খেয়েছে। পাথর ও খঞ্জরের আঘাতে জর্জরিত হয়েছে। তাদের বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের লক্ষ্যস্থল বানানো হয়েছে। কিন্তু সর্বাবস্থায় তবলীগের পতাকা সমুন্নত রেখেছে। বরফ শীতল জেলে পুরে তাদের সামনে শূকরের মাংস রাখা হয়েছে। মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে কয়েক টুকরো রুটি ও পানি পান করে দিন কাটিয়ে দিয়েছেন। এমন সব বীভৎস ঘটনা রয়েছে যা শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এসব কিছু ঘটেছে। কিন্তু আহমদীয়তের এসব বীর সন্তানেরা সর্বাবস্থায় ইসলামের বাণী পৌঁছাতে রয়েছেন। বিশ্বস্ততা ও প্রেমের এসব কাহিনী শেষ হবার নয়। এদের মাঝে কেউ কেউ এমনও ছিলেন যারা বিয়ের পরে যুবতী স্ত্রীকে একাকী রেখে অন্য দেশে চলে গেছেন। অনেক দিন পরে ফিরে এসেছেন তো যুবতী স্ত্রীর ওপর বার্ধক্য ছেয়ে গেছে। কেউ কেউ এমনও ছিলেন যারা ছোট ছোট সন্তান রেখে গেছেন অনেক বছর পর ফিরে এসে নিজ সন্তানকেই চিনতে পারেন নি। এসব মুজাহিদগণের মাঝে এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তিও ছিলেন যারা বৃদ্ধ পিতামাতাকে ছেড়ে তবলীগের জন্যে রওয়ানা দিয়েছেন এবং ভিন্ন দেশে গিয়ে শুনেছেন পিতামাতা এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

এমন কোন কোন সাহসী মুজাহিদ ছিলেন যারা নিজের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ইসলামের কলেমার নাম সমুন্নত করার জন্যে চলে গেছেন। আর কখনও দেশে ফিরে আসেন নি। সেই জেহাদে কবীর করতে নিজের প্রাণের উপহার উপস্থাপন করেছেন। আজ পর্যন্ত সেই ভূমিই তাদের শেষ বিশ্রামস্থল হয়ে রয়েছে। কুরবানীর এসব কাহিনী, কুরবানীর এসব সত্য দৃষ্টান্ত আর প্রেম ও বিশ্বস্ততার এ জীবিত দৃষ্টান্ত এ যুগে কেবল আহমদীয়তের মাঝেই পরিদৃষ্ট হয়।

আত্মত্যাগ ও নির্ভীকতার এসব কাহিনী এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং এমন সব মুজাহিদও আল্লাহ্‌তাআলা আহমদীয়তকে দান করেছেন যারা অবসর গ্রহণের পর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এমন ডাক্তার রয়েছেন যারা বছরের পর বছর চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানবতার সেবা করেছেন। এমন শিক্ষক রয়েছেন যারা জ্ঞানের আলোকে বিশ্ব আলোকিত করছেন। এখন আল্লাহতাআলার অনুগ্রহে ওয়াকেফীনে নওদের এক মহান বাহিনী কার্যক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এরা ইসলামের সেই ছোট্টছোট্ট প্রেমিক। তাদের পিতামাতা তাদের জন্মের পূর্বে তাদের উৎসর্গ করেছেন আর ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে জামাতের কাছে সোপর্দ করেছেন।

যুগখলীফা ১৯৮৭ সনে ৫,০০০ ওয়াকেফীনে নও-এর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। আহমদী পিতামাতা উৎফুল্ল চিত্তে এ তাহ্‌রীকে 'লাব্বায়েক বলেছেন। আজ সেই মুজাহিদীনের সংখ্যা আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে ২৬, ৩২১ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করার এ ক্রমাগত ব্যবস্থাপনাও আরেকটি মহান দান। এটাও আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। কেউ বলুন তো, এভাবে নিজের সব কিছু দিয়ে জান্নাত ক্রয় বিশ্বের আর কোথায় আছে?

দোয়ার গ্রহণীয়তার তত্ত্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

দোয়ার কবুলিয়ত বা গ্রহণীয়তা আল্লাহ্‌তাআলার সত্তার একটি প্রমাণ। আর মু'মিনের ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যমও বটে। আহমদীয়ত বিশ্ববাসীকে এ সুসমাচার শুনিয়েছে, আমাদের খোদা এক জীবন্ত খোদা। তিনি বান্দাদের দোয়া শুনে থাকেন আর এর উত্তরও দিয়ে থাকেন। আবার দোয়ার গ্রহণীয়তার সুমিষ্ট ফল দান করে থাকেন। যে চ্যালেঞ্জ, প্রতাপ ও দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে আহমদীয়ত বিশ্বের সামনে এটা উপস্থাপন করেছে এবং সংখ্যা ও ধারাবাহিকতায় বিশ্বে আহমদীয়তের দোয়ার কবুলিয়তের জীবন্ত নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়েছে আর হয়ে চলেছে এর দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আহমদীয়তই সারা বিশ্বে দোয়ার কবুলিয়তের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করেছে এবং এর তাজা তাজা বিকাশের দৃষ্টান্ত এত অধিক সংখ্যায় দেখিয়েছে যে, এর গণনা সাধ্যাতীত। সত্য কথা তো এই, আজ বিশ্বে কোন আহমদী পরিবার এমন নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দোয়ার কবুলিয়তের সাক্ষী নয় বা অভিজ্ঞতা লাভ করে নি। দোয়ার ওপর প্রকৃত বিশ্বাস ও দোয়ার কবুলিয়তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তো প্রত্যেক আহমদীর জীবনের অংশে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে প্রত্যেক আহমদীর জীবনের অংশে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে প্রত্যেক আহমদী এ পথে পরিচালিত। আহমদীয়তের জগতে যে ভালবাসা ও উদ্দীপনা আর ধারাবাহিকতার সাথে প্রত্যেক ঘরে দোয়া এবং এর কবুলিয়ত ও উপকারিতার আলোচনা চলে অবশিষ্ট সারা বিশ্বে সম্মিলিতভাবেও এতটা আলোচনা চলে না। কেবল পুরুষ ও নারীই নয় ছোটরাও এর স্বাদের সাথে পরিচিত। নিঃসন্দেহে দোয়ার এ অবস্থা, এর তত্ত্বজ্ঞান ও এতটা অভিজ্ঞতা বিশ্বের অন্য কোন জামাতের এ রঙ্গে সৌভাগ্য ঘটে নি। দোয়া কী ? আর এর

প্রভাবসমূহ ও কল্যাণ কী? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তত্ত্ব-জ্ঞানপূর্ণ কথায় শুনুন। তিনি (আঃ) বলেনঃ 'এটা বিগলিত করে, এটা কোমল করে দেয় এমন আগুন। এটা করুণা আকর্ষণকারী এক চৌম্বকীয় আকর্ষণ। এটা মৃত্যু বিশেষ। পরিশেষে এক জীবন দান করে। এটা প্রবল এক বন্যা। পরিশেষে নৌকায় পরিণত হয়। প্রত্যেক বিশৃঙ্খল বিষয় এর মাধ্যমে সৃশৃঙ্খল হয়। প্রত্যেক বিষ পরিশেষে প্রতিশেধকে পরিণত হয়ে যায়--- মোটকথা পরশ পাথর বানিয়ে দেয়। এটা এক প্রকার পানি যা অভ্যন্তরীণ আবর্জনাকে ধুয়ে ফেলে। এ দোয়ার সাথে আত্মা বিগলিত হয়ে পানির মত বহমান হয়ে আল্লাহ্‌র আস্তানায় অবনত হয়' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, ২০ খন্ড, লেকচার সিয়ালকোট, পৃষ্ঠা ২০-২১)।

আবার তিনি বলেন,

'দোয়ার প্রভাব আগুন ও পানির চেয়ে বেশি। বরং ঔষধের উপকরণের মাঝে দোয়ার মত কোন কিছু এমন মহান প্রভাব রাখে না' (রূহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, ১৯৮৪, খন্ড, বারাকাতুদ্দোয়া, পৃষ্ঠা ১১)।

দোয়ার কবুলিয়তের পবিত্র জ্যোতির্বিকাশ কী কী রঙ্গে হয়েছে, এটা এমন এক বিশাল সমুদ্র এর সীমা পরিসীমা কখনও করা যেতে পারে না। আর এর বর্ণনাও কখনও পরিপূর্ণ হতে পারে না। এটা একটা সদা প্রবহমান ধারা। এ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাস দোয়ার কবুলিয়তের ঘটনাবলীতে এমনভাবে ভরপুর যেভাবে আকাশ তারকারাজিতে পরিপূর্ণ। কোন্ কোন্ ঘটনাই বা বর্ণনা করি! কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার কথা সংক্ষেপে নিবেদন করছি। এগুলো থেকে অনুমান করা যেতে পারে আল্লাহতাআলা আহমদী জামাতকে কিভাবে দোয়ার কবুলিয়তের জীবন্ত ও জীবন প্রদায়িণী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী দিয়ে ভুষিত করেছেনঃ

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবনে মুন্সী আতা মুহাম্মদ পাটওয়ারী সাহেবের ঘটনা খুবই মশহুর ও বিখ্যাত। তার ৩ স্ত্রী ছিল; কিন্তু সন্তানসন্ততি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি বললেন, মির্যা সাহেবের দোয়ায় আমার ৩ স্ত্রীর যার গর্ভে আমি চাই, যদি সন্তান লাভ হয় তাহলে আমি আহমদী হয়ে যাবো। মসীহ্ পাক (আঃ) দোয়া করলেন। এর কল্যাণে তার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সন্তান লাভ হলো এবং সাথে সাথে আহমদীয়তরূপ সম্পদও লাভ হলো (সীরাতুল মাহ্দী, কাদিয়ানে মুদ্রিত, ১৯৩৫, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪১)।

কপুরথলার আহমদী মসজিদ অন্যরা দখল করে নেয়। জজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রায় আহমদীদের বিরুদ্ধে দিবেন। জামাতের লোকদের ভীত দেখে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাদের বলেন, ভীত হয়ো না। আমি যদি সত্য হয়ে থাকি তাহলে এ মসজিদ তোমাদেরই থাকবে। তিনি (আঃ) দোয়া করলেন। আর আল্লাহ্‌তাআলা অসাধারণ অবস্থায় মসজিদ আহমদীদের দিয়ে দেন। প্রথম জজ হঠাৎ মারা যান এবং নতুন জজ আহমদীদের পক্ষে রায় দিয়ে দেন (সীরাতুল মাহ্‌দী, কাদিয়ানে মুদ্রিত, ১৯০৫, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৪)।

মাওলানা রহমত আলী সাহেব (রহঃ)-এর ঘটনাও খুবই মশহুর এবং বিখ্যাত। ইন্দোনেশিয়াতে তাঁর কাঠের বাড়ির কাছে আগুন লেগে গিয়েছিলো। এ ভয় ছিল তাঁর কাঠের ঘর আগুন ভস্মীভূত না করে দেয়। তিনি মু'মিনসুলভ স্থৈর্য সহকারে সেখানে রয়ে গেলেন এবং দোয়া করতে করতে লোকদের বল্লেন, এ আগুন আমার ও আমার ঘরের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আমি সেই মসীহ্‌র নগণ্য দাস যাঁকে খোদাতাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আগুন দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবে না। আগুন আমাদের গোলাম এবং গোলামদেরও গোলাম। আল্লাহ্‌তাআলার শক্তির মহিমা দেখুন, হঠাৎ মেঘ উঠলো এবং মুষলধারে বৃষ্টি আগুন নিভিয়ে দিলো। পৃথিবী দেখলো, প্রকৃতই সেই আগুন যুগের মসীহের গোলামেরও গোলামে পরিণত হলো! (হৃদয়গ্রাহী স্মারক, মৌলভী মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী, পৃষ্ঠা ৬৪, ১৯৩৮ সনের ৯ ডিসেম্বর তারিখের আল্ ফযলের বরাতে)।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) ১৯১৭ সনে ইংল্যান্ড যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হলেন। বিশ্বযুদ্ধের কারণে সমুদ্র পথে ভ্রমণ বিপজ্জনক ছিলো। পথে জাহাজের ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন, আমাদের জাহাজ জার্মানী জাহাজের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। বলা যায় না কখন যে তাদের আক্রমণে জাহাজ ডুবে যায়। যাত্রীরা এটা শুনে খুবই ভীত হলো। মুফতী সাহেব অনেক দরদ দিয়ে দোয়া করলেন। রাতে স্বপ্নে তিনি এক ফিরিশ্‌তাকে এটা বলতে শুনলেন, সাদেক! দৃঢ়বিশ্বাস রাখো এ জাহাজ নিরাপদে পৌঁছে যাবে। তিনি তখনই এ সুসংবাদ যাত্রীদের শুনিয়ে দেন। অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন ছিলো। আশেপাশের জাহাজ ধ্বংস হচ্ছিল। এগুলোর কাঠ সমুদ্রে ভাসতে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মুফতী সাহেবের জাহাজ নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলো (সাদেক বিতী, প্রথম ছাপা, মুশতাক আসগর লক্ষ্মৌভী, পৃষ্ঠা ২১-২২)।

হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রাঃ) এক তবলীগী জলসার জন্যে ভাগলপুর গিয়েছিলেন। হঠাৎ কাল বৈশাখীর সূচনা হলো এবং বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগলো। জলসা বিনষ্ট হওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি খুবই কাতর হয়ে দোয়া করলেন। দেখতে দেখতেই পূর্বাকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল এবং সফলতার সাথে জলসা অনুষ্ঠিত হলো। (হায়াতে কুদসী, ছাপা ১৯৫৪ হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)।

মাওলানা নাযীর আহমদ মুবাশ্বের সাহেব ঘানায় ছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতো। তারা বলতো, প্রকৃতই যদি ইমাম মাহ্দী এসেই থাকেন তাহলে ভূমিকম্প হওয়া অবশ্যক। যদিও এটা সত্যতার কোন মাপকাঠি ছিল না বা এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল না। কিন্তু তাঁর মিনতিপূর্ণ দোয়ায় এ আবেদন করা হয়, হে সর্বশক্তিমান ও শক্তিশালী খোদা! তুমি নিজ শক্তির মহিমা ও আশ্চর্য লীলা দেখাও। সত্য খোদার শক্তির মহিমা দেখুন, কয়েকদিনের মধ্যে গোটা ঘানার ভূমি প্রচন্ড ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয় আর এটা অনেক লোকের হেদায়াতের কারণ হয় (রূহ পরওয়ার ইয়াদেঁ, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯)।

মুমূর্ষু রুগীদের আরোগ্য লাভ, দুঃখকষ্ট দূর করা, ক্ষতি থেকে সুরক্ষা আর দোয়ার ফলে অসাধারণ সাহায্য সমর্থনের ঘটনাবলী এতই যে, গণনাতীত। এত ঘটনা দেখা ও শুনার পর বিশ্বাস আনা কঠিন কাজ নয়। এসব জীবন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শনাবলী আহমদীয়তের বিশ্বে বৃষ্টির বিন্দুর ন্যায় প্রত্যেক স্থানে অবতীর্ণ হচ্ছে। দোয়ার কবুলিয়তের এ তত্ত্বজ্ঞান আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। এসব ঘটনার ফলে যে স্বাদ ও ঈমানবর্ধক অবস্থা আহমদীদের ভাগ্যে জুটে তা অন্যান্যদের ভাগ্যে জুটে না।

শেষ কথা

এসব সম্পদই আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। এসব আধ্যাত্মিক পুরস্কার ও কল্যাণই আহমদীয়ত বিশ্বকে দিয়েছে। প্রেমাস্পদ ও স্থায়িত্বের শরবত এবং স্থায়িত্বের পানীয়-এর এ সুমিষ্ট পাত্রই আহমদীয়ত চারিদিকে বন্টন করেছে। হে আহমদীয়তের বীরগণ! আজ তোমরা এসব পুরস্কারের বিশ্বস্ত রক্ষক। এসব আমানত খুবই সততার সাথে পালন করো। ধ্বংসপ্রায় ও শুকিয়ে যাওয়া মানবতার জন্যে আরোগ্যপাত্র আজ তোমাদের হাতে দেয়া হয়েছে। বিশ্ব নৈতিক মৃত্যুর গহ্বরের কাছে দন্ডায়মান। মানব সন্তানকে গোলামানে মুহাম্মদ অর্থাৎ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসেরা ছাড়া আজ আর কেউ রক্ষা করতে পারে না। অতএব হে দু'জগতের করুণায় বিশ্বস্ত দাসেরা! উঠ, আর অন্ধকার ঘনঘটা পূর্ণ পথসমূহে বিভ্রান্ত মানবতার জন্যে নিজেদের দেহ, মন, ধন সব কিছু বিলিয়ে দাও। নিজেদের দরদভরা দোয়ায় এর ভাগ্যকে জাগিয়ে তোল। সারা মানবতার জন্যে করুণার মুষল ধারায় বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে যাও!

কিন্তু স্মরণ রাখ, বিশ্বকে দেবার আগে এটা অবশ্যকর্তব্য তোমরা স্বয়ং এসব কল্যাণ, পুরস্কার ও আশিসে নিজেদের অন্তরকে জ্যোতির্ময় করো যেন এসব আধ্যাত্মিক ভান্ডার অন্যদের পৌছানোর অধিকারী হতে পারো। এখন এ আমানতের দায়িত্বভার তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত। কাওসারের মালিক মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তোমরা গোলাম ও দাস। এ সম্মানের মর্যাদা রক্ষার্থে এসব ভান্ডার বিশ্বের কোণে কোণে পৌছাতে থাকো যেন এসব সম্পদ, পুরস্কার ও কল্যাণ কখনও শেষ না হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, এসব কল্যাণের বদৌলতে বিশ্বের ভাগ্যের পরিবর্তন আসবে আর বিশ্ব একদিন অবশ্যই মানবতার অনুগ্রহকর্তা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর দাসত্বে এসে সব দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করবে। আজ এ সেবার সৌভাগ্য তোমাদের লাভ হয়েছে। জীবন পাত করে এ কর্তব্য পালন করো যেন আমাদের প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের নিজের করুণার আঁচলে ঢেকে নেন। আল্লাহ্ করুন, যেন এ সৌভাগ্য ও সন্তুষ্টি আমাদের সকলের ভাগ্যে জুটে। আমীন ইয়া আর হামার রাহেমীন (তা-ই যেন হয় হে শ্রেষ্ঠ করুণাকারী)।

(দৈনিক আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালের ২৮-১১-২০০৩ এবং ১২-১২-২০০৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)।

-০-

Ahmadiyyat ne duniya ko kia diya?

(What has Ahmadiyyat given to the World?)

Full text of a speech delivered by Maulana Ataul Mujeeb Rashed, Imam of the Fazl Mosque, London at the 37th Jalsa Salana (Annual Gathering) of UK held on 25-27 July 2003.

Ahmadiyyat
Biswa ke Ki Di-e-se?

By
Maulana Ataul Mujeeb Rashed
Imam of the Fazl Mosque, London

Translated into Bengali by
Alhaj Mohammad Mutiur Rahman

Published by
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211